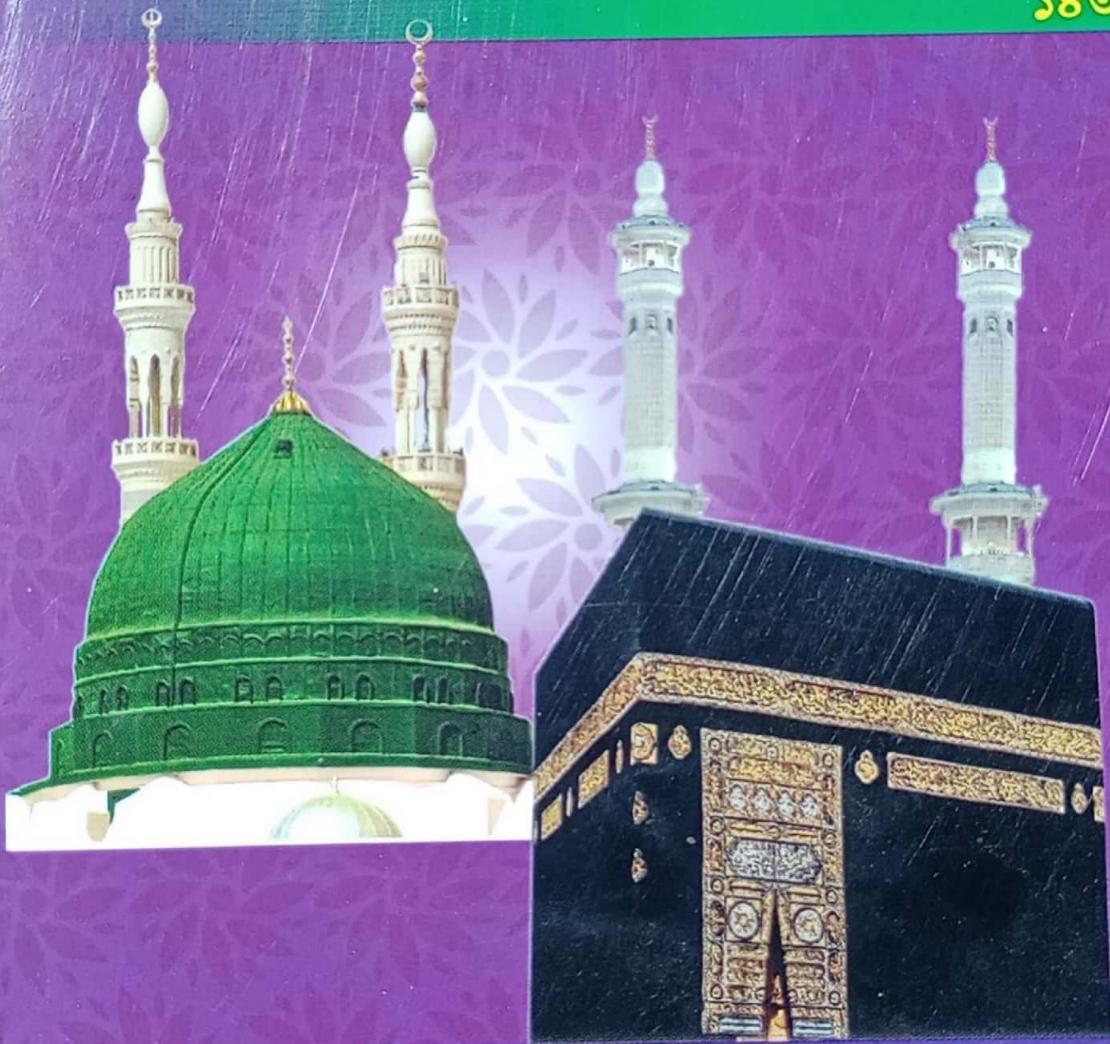
আল্লাহর হক্ব অলী হওয়ার সহজ পথ ও সুন্নতি খেলাফত ক্বায়েমের উপায়

প্রসঙ্গ ঃ এক নজরে- নূর, হক্ব বাতিলের পরিচয়, হাত তুলে মোনাজাত, মিলাদ ক্বিয়াম, হক্ব অলীদের নিকট মুরিদ হওয়া ফরজ, সকল তরিক্বার সংক্ষিপ্ত অজিফা ও শাজরা শরীফসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যা সকলের জন্য জানা অতীব জরুরী।

১৪তম খন্ড



লেখক-

অলিয়ে কামিল-মুকাম্মিল

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির- জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী পীর সাহেব

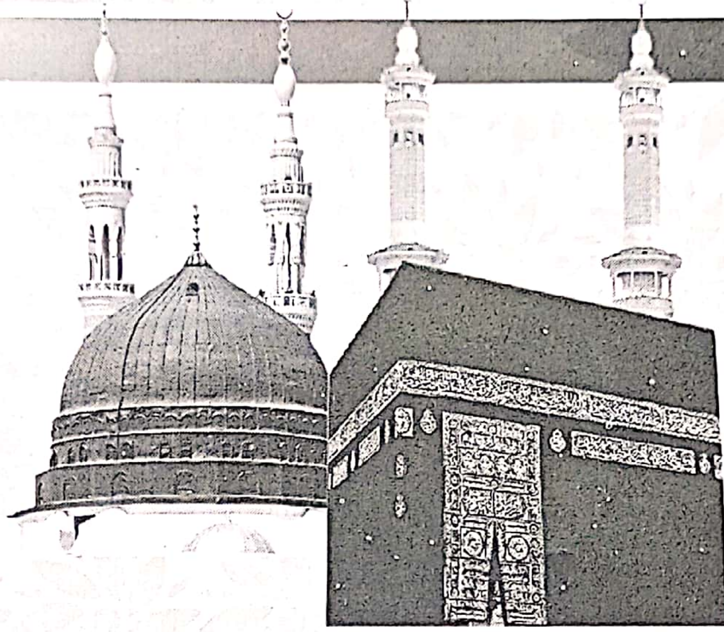
আলহাজ্ব ড. মুফ্তী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকি

সিদ্দীকিয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবষণা কেন্দ্র, মস্‌জিদে কু'বা- কলেজ রোড, বগুড়া শহর, বগুড়া

আল্লাহর হক্ব অলী হওয়ার সহজ পথ ও সুন্নতি খেলাফত ক্বায়েমের উপায়

প্রসঙ্গ ঃ এক নজরে- নূর, হক্ব বাতিলের পরিচয়, হাত তুলে মোনাজাত, মিলাদ ক্বিয়াম, হক্ব অলীদের নিকট মুরিদ হওয়া ফরজ, সকল তরিকার সংক্ষিপ্ত অজিফা ও শাজরা শরীফসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

১৪তম খন্ড



সংকলনে

সাংবাদিক স্টাফ রিপোর্টার ইন্টারনেটসহ সকল গণমাধ্যম, ইন্টারনেটে সমগ্র বিশ্বে তাফসীরকারক, ক্বেরাত ও বক্তৃতায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক- অলিয়ে কামিল- মুকাম্মিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির- জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী পীরসাহেব

আলহাজ্ব ড. মুফতী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকি, বিসিএস (এ.সি)

ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ স্ট্যান্ড) এম এ (ফোর্থ স্ট্যান্ড), পেশ ইমাম ও খতীব, মস্জিদে কু'বা, কলেজ রোড, বগুড়া, কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুফতী বোর্ড সুন্নী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা মহানগরী। নবী সাহাবী ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, ইসলামের ছদ্মবেশ হুজুরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি- বাংলাদেশ এবং সকল হক্কানী অলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়া, করটিয়া, সোন্ধাকান্দা, সালামাবাদ, গারোয়া, চড়াডঙ্গা, ফুলতলী ও আওলাদে রসূল উনাদের দরবারসহ সিদ্দীকিয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র মস্জিদে কু'বার এবং মুহম্মদীয়া সিদ্দীকিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা ও এতীমখানা এবং সুন্নতি জামে মস্জিদ, তারাকুল আদর্শপাড়া, সকল মুসল্লিগণ ও সকল হক্ব অলী আওলীয়া এবং দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ ভক্তদের পক্ষে- লেখক।

(ফুরফুরা সিলসিলাভূক্ত সিদ্দীকিয়া দরবার ও টাঙ্গাইল আহমাদাবাদ সুন্নতি দরবার শরীফ হতে সকল তরিক্বায় খেলাফত প্রাপ্ত)

মোবা : ০১৭১৫ ৩৬৭৪৭৪, ০১৭১২ ৫৬৭১৭৯, ০১৭২৮ ৯৭৫৫০৫, ০১৯৭৮ ২৮৪৪১১

www.daalis.com & d.asrafsiddiquesunniwazbogra

d.asrafsiddique online radio.com

প্রথম প্রকাশ : ১৫ ই শাবান ১৪৩৬ হিজরী
(পবিত্র শব-ই-বরাত)

দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৫ ই শাবান ১৪৩৯ হিজরী
(পবিত্র শব-ই-বরাত)

সার্বিক সহযোগিতায় : এ. কে. এম মিজানুর ইসলাম ও
মোঃ আলমগীর হোসেন

কম্পোজ : মুহাম্মদ আবু হোরায়রা হাসান

প্রকাশনায় : ডি. এ. পি. (ড. আশরাফ প্রকাশনী)

হাদিয়া : ৩০/- (ত্রিশ টাকা)

প্রচারে : ইসলামের ছদ্মবেশে হুজুরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ

প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বা শায়খের নিকট বাইয়াত হওয়ার পরও নিম্নে বর্ণিত বিশেষ কতক কারণে মুর্শিদ পরিবর্তন করা ফরজ-ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত।

(এক) মুরীদ তাকমীলে অর্থাৎ পূর্ণতায় পৌঁছার পূর্বে যদি মুর্শিদ ইন্তিকাল করেন, তখন পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য আরেকজন মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া ফরজ।

(দুই) মুর্শিদ যদি এমন দূরে অবস্থান করেন যার সাথে সাক্ষাৎ ও সোহবত এবং যোগাযোগ করা কঠিন হয়। তাহলে আরেকজন হক্বানী মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে। যত নিকটে পাওয়া যায় ততই সোহবত বেশী পাওয়া যাবে। আর সোহবতই ফয়েজ, তাওয়াজ্জুহ্‌, বরকত, রহমত ও তরীক্বতের মূল।

(তিন) আল্লাহ পাক না করুন, কোন মুর্শিদকে হক্ব জেনেই তার কাছে বাইয়াত হয়েছিল কিন্তু পরে তিনি বিদ্‌য়াত-বেশরা', বেদ্বীনী ও বদ্‌ দ্বীনী হারাম-নাজায়িয, কুফরী-শিরকী কাজ তথা ছবি, ভিডিও, প্রজেক্টর, টিভি, বেগানা মহিলাদের সাথে বেপর্দা হওয়া খেলাফত ভুলে গিয়ে ইসলামের নামে রাজনীতি করা, হরতাল, লংমার্চ ইত্যাদি জুলুম ও অন্যায় আমল করা, রসূল পাক ﷺ উনাকে আমাদের মত, বড় ভাইয়ের মত অথবা মাটির মানুষ বলা এবং ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ ও মিলাদ কিয়ামের দুশমনী কাজে মশগুল হয়ে গিয়েছেন এবং বিভিন্ন ভাবে জুলুম করছেন ও অর্থের লোভ, হিংসা ও অহংকার করছেন। তখন মুরীদের জন্য ফরজ-ওয়াজিব হলো উক্ত মুর্শিদ বা শায়খকে ছেড়ে দিয়ে অপর কোন হক্বানী ওলী বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া। কারণ মহান আল্লাহ পাক ২য় নং পবিত্র সূরা সুরাতুল বাক্বারার ২৫৮নং আয়াত শরীফে বলেন-

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

মহান আল্লাহ্‌ পাক জালেমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

(চার) কোন মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়ার পর যথাযথ সবক্ব আদায় করার পরও তাঁর দ্বারা যদি মুরীদের কোন প্রকার রুহানী তরক্কী না হয় এবং আমলেরও কোন প্রকার পরিবর্তন না হয়, তাহলে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেকজন হক্বানী ওলী বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হতে হবে। কারণ হক্বানী অলী তাঁরাই যারা সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌কে ভয় করেন (সূরা ফাতির-২৮) এবং যাদের চেহারার দিকে তাকালে এবং আমল দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় এবং ইসলাম মানতে ইচ্ছা করে। (দায়লামী শরীফ সহ অসংখ্য সহীহ্‌ হাদীছ শরীফের কিতাব)

(আল ক্বওলুল জামীল, শিফাউল আলীল, তাছাউফ তত্ত্ব, আলবাইয়্যিনাত শরীফ এবং আল ইহ্‌সান শরীফ সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

(এই পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

আল্লাহপাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোন বারাবারি নেই" (বাকারা ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (ইমরান ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকান্ডের চেয়েও জঘন্য অপরাধ" (বাকারা ১৯১ এবং ২১৭) আল্লাহপাকের এমন হুঁশিয়ারির পরেও আওলাদে রসূল ও সমস্ত নবী রসূল ﷺ গণ, এবং সাহাবায়েকেরাম ؓ গণ ও হক্কানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও ধর্ম ব্যাবসায়ীক হীন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা লিফলেট ও বই প্রতি দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগা ভাগি ও ফেৎনা সৃষ্টিকারী বগুড়া জামিল, হাটহাজারী ও কারবালা মাদ্‌রাসার চর্মনাই, তাবলিগী, হেফাজতী ও মুফতি শফী পন্থি কওমি এবং ওহাবী মৌলভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট ও ভুয়া লোক দেখানো মিছিল মিটিং ও বক্তব্যের জাওয়াব দেওয়ার অধিকারে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন : ইসলামের দোহাই দিয়ে খেলাফত ভুলে গিয়ে রাজনীতি করা, পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে হরতাল ও লংমার্চ কে ঈমানী দায়িত্ব বলে কুফুরী করা ও জালাও-পোড়াও কে হেফাজতে ইসলাম নামে প্রচার করা এবং জুতা ফেলে পালিয়ে আসা, অসংখ্য কুরআন পুড়িয়ে ফেলা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি ও খেলা দেখা, ইন্টারনেটে কওমী টিভি চালু করা, জামিল মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রাম পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারনের ইজ্জত নষ্ট করা, আমিনী ও শফী কৃর্তক সারা দেশ অচল করে দেবে বলে কুফরী করা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা, নবীগন ভুল করেছেন বলা, ছাহাবীগন মুর্খ ছিলেন বলা, ১৯৪০ সালে কওমি-ওহাবী মৌলভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি ইলিয়াসী তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং উহাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজি পাক ﷺ উনার উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করা, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্বা বেদয়াতি টুপি, লাল ওড়না ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নত নামে চালিয়ে দিয়ে সুন্নতের সাথে তামাশা করা, কুরআনের মাহফিলে বাধা দেয়া, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ হুজুরপাক ﷺ ও হক্কানী অলীদের প্রতি দুশমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমান করা এবং ডক্টর আশরাফ সিদ্দীকির কোন আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন বাহাছে বসে। তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে ড. আশরাফ সিদ্দীকির পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষনা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উনার লিখিত অকাট্য দলীল সাপেক্ষে- "সাহাবায়েকেরাম ؓ গণের যুগে মিলাদ" নামক বইটি এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।" "হক্ব কথা প্রচার করা উত্তম জিহাদ (গীবতও না অহংকার ও নয়)"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" (ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

লেখক ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাচ্ছির, আলহাজ্ব-ড. মুফ্তী মুহাম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্‌ সিদ্দীকি-বি সি এস (এ.সি) ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড) এম এ (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), খতিব-মস্‌জিদে কু'বা- বগুড়া, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল-শেখ পাড়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, সাবগ্রাম, বগুড়া (×), কেন্দ্রীয় সভাপতি (১) মুফতী বোর্ড সুন্নী খেলাফত কায়েম গবেষনা কেন্দ্র ঢাকা- মহানগরী, (২) নবী, সাহাবী ও আলীদের মত-পথ প্রচার প্রসার কমিটি, (৩) ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি (৪) কুরআন-সুন্নাহ সংস্থা (৫) ইসলামের ছদ্দবেশে হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষন ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি (৬) মহান আল্লাহ্‌ পাক উনার হক্ব অলীদের আদর্শ প্রকাশ ও উজ্জীবন কমিটি, বাংলাদেশ এবং সকল হক্বানী ওলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, চড়াডাঙ্গা, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়া এবং আওলাদে রসুল উনার, করটিয়া আহমাদাবাদ সুন্নতি হক্ব দরবার শরীফ সহ মসজিদে কু'বার সকল মুসল্লিগন ও দেশ-বিদেশের লক্ষ্য লক্ষ্য ভক্তদের পক্ষে ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

প্রাপ্তিস্থান : মসজিদে কু'বা ছয়তলা সরকারী বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে, ২২ তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে গোরস্তান, কলেজ রোড, বগুড়া। সহ সকল অভিজাত লাইব্রেরী ও সকল হক অলি আওলীয়ার দরবার) তাদের লিফলেটে তারা আরেকটি মিথ্যার প্রমাণ দেখিয়েছে যে, ড. মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী বাহাছ করার জন্য বসে না। উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে আমরা শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসে বসতে সদা প্রস্তুত যা আমাদের লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে অর্ধ কোটি টাকা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা দিয়ে বারবারই পেশ করা হয়। অথচ বছরের পর বছর ধরে তারা এখানে সেখানে শুধু মিথ্যাই বলে থাকে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ তো দূরের কথা একটিবারও তাদের কেউই বাহাসে বসার প্রস্তাবটুকুও দিতে সাহস পায় নাই। শুধু মিথ্যা প্রচার ও ছলচাতুরীই তাদের টিকে থাকার একমাত্র মূলধন।

বাহাছের প্রাথমিক শর্তসমূহ ঃ ১। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আইনগত মূল্যমানের সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ নিজ হাতে তাদের পেশার নাম, ঠিকানাসহ নিজ হাতে সহি করবে। বাহাছের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনের দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট দুই লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

২। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষ জেলা প্রশাসকের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে অবশ্যই পেশ করতে হবে। কারন দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাছ বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনাহ মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমানিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৩। ঢাকা শহরের প্রান কেন্দ্রে অথবা প্রতি জিলা শহরের প্রান কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাছ হতে হবে। গ্রামে গ্রামে হবে না। (কেননা মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, থানা রুমে অথবা অন্য কোন সংকুচিত পরিসরে বাহাছে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালাতে অভ্যস্থ। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমান রয়েছে)

৪। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করত ঃ বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে সারা জীবন তাদের সত্য মত পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৫। বাহাছ কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। বাহাছের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতিত কোন তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলিলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমানিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বাহাছ অডিও হবে ও ইন্টারনেটে সাড়া পৃথিবীময় রেডিওতে লাইভ হবে। ছবি ভিডিও করা যাবে না। কারণ শরীয়তে উহা হারাম। (বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ)

৬। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাছের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাছের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে। ডিড হওয়ার পরে যে দল বাহাছে আসবে না বা কোনো ছল চাতুরী তথা পালিয়ে যাবে বা হট্টগোল তথা জঙ্গিপোনা করলে তারা আইনে জঙ্গি/সন্ত্রাসী এবং পরাজিত দল হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৭। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোর ও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষথেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে। যুক্তি দেয়া যাবে না।

চ্যালেঞ্জ দেয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২, ২৩ ও ১১১নং আয়াতে আল্লাহপাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই, বক্তব্য ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের কুদরত ব্যতিত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন- সুন্নাহ সম্মত প্রমান করা। কারন তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে। **বাহাছের শুরুতেই নিজেদের আমলগুলোর দলীল দিয়ে নিজেদেরকে মুসলিম প্রমাণ করতে হবে। কারণ মুসলিম হওয়া ব্যতীত বাহাছ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে না ।**

ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলভীদের মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত ও জরিপ শেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও সচীবালয়ের প্রতিবেদন : ইসলামের দোহাই দিয়ে ফেৎনাবাজ জঙ্গিপনা সন্ত্রাসী ও ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ ও প্রশংসার দাবিদার ড. আশরাফ সিদ্দিকী এবং তাঁর অনুসারিরা কোনক্রমেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও ফেৎনাবাজ নয় ও কালো তালিকাভূক্ত নয়। উনাদের পরিচালনাধীন সুন্নতী মসজিদগুলো অথবা তাঁর অনুসারিদের বিরুদ্ধে কেউ নাশকতা চালালে বা হুমকি দিলে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে", স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সচীবালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। (দৈনিক আল ইহসান সহ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকার দ্র;)

মসজিদে কু'বার রেজুলেশন ও উহার খতীব ও মুসুল্লীদের জান-মালের হুমকি দাতাদের লিষ্ট প্রেরন : মসজিদে কু'বাসহ অসংখ্য মসজিদে এই মর্মে রেজুলেশন করা হয়েছে যে, একমাত্র নামাজ আদায় ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক/ অরাজনৈতিক দলের দলীয় কাজ অথবা ফাসাদ সৃষ্টির জন্য কেউ অত্র মসজিদে আসলে তারা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমানিত হবে এবং অত্র মসজিদ কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও ইমাম ড. মুফতি মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্‌ সিদ্দিকী তাদেরকে আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে তৎক্ষনাৎ আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। আর কওমী ওহাবী, তাবলিগী জামাতি, ও চর্মনাই তথা হেফাজতী সমর্থক কোন্‌ কোন্‌ মৌলভী দ্বারা ড. মুফতি মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্‌ সিদ্দিকী অথবা মসজিদে কু'বার মুছল্লী তথা উনার অনুসারীদের জান-মাল ও ইজ্জতের ক্ষতি সাধিত হতে পারে এবং পরবর্তীতে আমাদের কোন মাহফিলে তাদের মধ্যে কারা ফাসাদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করতে পারে তাদের নামের লিষ্ট এবং মসজিদ কমিটির রেজুলেশন কপি মন্ত্রনালয়, সচিবালয় সহ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকটে জমা দেয়া হয়েছে।

আমরা কোন রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহওয়ালা তৈরীর লক্ষে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহপাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" (সুরা বাক্বারা ৪২) "আজ হতে তোমাদের জন্য দ্বীন পুর্ন করে দিলাম" (সুরা মায়িদা ৩) "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরন করলে উহা কবুল হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" (সুরা ইমরান ৮৫) "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরন করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" (আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব) "মুমিনগন জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" (সূরা নূর ৫৫) অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোন অমুসলিমের নিয়ম নীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা কোন ক্রমেই জায়েয নেই। "ইসলামী শরীয়তের কোন হাল্লালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (সূরা আহযাব-৩৬, সূরা নিসা-৬৫ সহ আকাইদে নছফী, আকাইদে দেওবন্দ, ও আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্কানী অলী আওলীয়া ও আওলাদে রসূল উনাদের নেক ছোহবতে এসে **সারা জগতে ছহীহ ভাবে খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ চেষ্টা করি। আল্লাহপাক হক্কের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।**

(আলহামদু লিল্লাহ্‌-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে।

খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায়

সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় এক কোটি আলেম বাস করেন। তারা প্রত্যেকে যদি ১০ জন করে মানুষ খেলাফতের পক্ষ্যে সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা তৈরী করতে পারে তাহলে তৈরী হবে ১১ কোটি মানুষ। মাত্র ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১১ কোটি মানুষ যদি জান-মাল দিয়ে প্রচেষ্টা করে, দোয়া করে এবং সত্যকে সমর্থন দিয়ে ধর্মের নামে যাবতীয় হারাম ও কুফরি নীতিকে অস্বীকার করে তাহলে মহান আল্লাহ্‌র দয়ায় যেকোন মুহূর্তে আল্লাহর অলী ও শহীদ গাজীর বাংলাদেশসহ সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামী খেলাফত কায়েম হওয়া সম্ভব। কাজেই খেলাফত কায়েমে সবচাইতে বড় বাধা ধর্মের নাম ভেঙ্গে যাবতীয় হারাম ও কুফরি নীতিকে স্বীকৃতি দেয়া।

নূর-মাটি প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলীল দিয়ে খারেজী ওহাবী চরমোনাই ও ছয়উসুলী তাবলীগি জামাতী ও হেফাজতীরা রসুল পাক ﷺ উনাকে মাটি প্রমান করতে না পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে নুর স্বীকার করে লোক লজ্জার ভয়ে বলছে তিনি জান্নাতী মাটির তৈরী। তাদেরই মুরব্বী শায়খুল হাদীস আজিজুল হক্বের অনুদিত বুখারী সিরাত সংখ্যা ৫ম খন্ড ৩ পৃষ্টায় এবং আশরাফ আলী থানভীর নশরুততীব কিতাবের ১ম পৃষ্ঠায় এসেছে-

اول ما خلق الله نوری-

অর্থঃ সর্ব প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা কি হাদীস দিতে পারবে" সর্ব প্রথম জান্নাত তৈরী করা হয়েছে? আর কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল দিয়ে প্রমাণিত যে, জান্নাতের সকল উপাদানই নূরের তৈরী বিধায় জান্নাতিরা খাবার খাবে ও স্ত্রী সহবাস করবে অথচ কখনও তাদের পেশাব পায়খানা হবে না এবং অজু গোসল ফরজ হবে না সুবহানাল্লাহ। আর হুজুর পাক ﷺ মহান আল্লাহ পাক উনার কুদরতি সৃষ্টিকৃত নূরের তৈরী মানুষ সূরা মায়েদা ১৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন (আমার নবী নূর নবী ﷺ) বলেই তাঁর ছায়া ছিলনা এবং উনার পেশাব-পায়খানা মোবারক পাক পবিত্র ছিল ও ঘুমের মধ্যে অজু গোসল নষ্ট হত না। যা অকাট্য দলীল (বুখারী শরীফ এবং সুরা মায়েদা ১৫নং আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত। কিছু কিছু খারেজী ওহাবী বুঝতে পেরেও না বুঝার ভান করে নিজের ভ্রান্ত মতকে প্রতিষ্ঠার জন্য ছলচাতুরী পূর্ণ খোড়া যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বলছে নূরের মানুষের সেক্স থাকে না, মাটির মানুষ হাসি কান্না শোক-বিলাপ করতে পারে নূরের মানুষ তা পারে না। তাহলে নূরের ফেরেস্তা عليه السلام গণ হুজুর পাক ﷺ উনার উহুদের ময়দানে দানদান মুবারক শহীদ হলে এবং হযরত ইবরাহীম عليه السلام আগুনে পতিত হলে সমস্ত ফেরেস্তা عليه السلام উনারা রোনাজারি করে কেঁদেছিল এমনকি আল্লাহ পাক ক্ষমতা দিলে মরা খেজুর কাঠ পর্যন্ত ও নবীজি ﷺ উনার মহব্বতে কাঁদতে পারে তা বুখারী হাদীস দিয়ে প্রমাণীত।

আবার সূরা বাকারা ১২ রুকুর ভিতরে ১০২ আয়াতে এসেছে পরীক্ষা করার জন্য হারুত-মারুত ফেরেস্তা ﷷ দ্বয়কে আল্লাহ পাক সেক্স দান করেছেন এবং জোহরা নামের মহিলাকে তারা ভালবেসে ফেলেছিল। শুধু মাটির মানুষ হলেই যদি সেক্স থাকবে তাহলে মানুষের মধ্যে থেকে যারা হিজরা বা ন-পুংশক তাদের ব্যাপারে খারেজীরা কী বলবে। মূলত সবকিছুই আল্লাহ পাক উনার ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল। যিনি মাটিকে ক্ষমতা দিতে পারেন তিনি নূরকে আরও বেশী দিতে পারেন। (সূরা ইয়াছিন ৮৭) অতএব নবীগণ গুনাহমুক্ত আর আমরা গুনাহর সাথে যুক্ত মানুষ। হুজুর পাক ﷺ উনাকে আল্লাহ পাক ১৩টি বিবাহ করিয়েছেন আর উম্মত যদি একসাথে চারটির উর্ধে পাঁচটি বিবাহ করা জায়েজ মনে করে তাহলে কুরআন শরীফের সূরা নিছার ৩নং আয়াত অস্বীকার করার কারণে তারা কাফের হয়ে যাবে। কাজেই রেল লাইনে বিছানো পাথর আর হাজরে আসওয়াদ পাথর যেমন নামে ও দেখতে পাথর হওয়ার পরেও হাকিকতে এক রকম নয় কারণ রেল লাইনের পাথরে নাক লাগালে বা চুমু দিলে পেশাব পায়খানার দুর্গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু হাজরে আসওয়াদ পাথরে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে চুমু দিলে মেশক আম্বরের সুগন্ধি পাওয়া যায় এবং জীবনের সকল গুনাহ উক্ত পাথর চুষে নিয়ে আল্লাহর হুকুমে গুনাগার লোকটিকে নিষ্পাপ বানায়ে দেয়। অনুরূপভাবে নবীজি ﷺ উনাকে ও যারা ঈমানের নজরে দেখে মারা যায় তারা নিষ্পাপ হয়ে জান্নাতি হয়ে যায়। যদিও দেখতে তিনি মানুষ হাকিকতে তিনি হাবিবুল্লাহ। নুরের সৃষ্টি আদর্শ মানুষ। বাবার মত চেহারা হলেই যেমন বাবা হয় না তেমনি আমাদের মত দেখতে হলেও নবীজি পাক ﷺ কারো মত নয়, তিনি হাবিবুল্লাহ্ । তিনি কেবল তাঁরই মত।

কাফির মুশরিকরা চায় যে নবী রাসুল ﷷ উনাদেরকে যদি আমাদের মতই মানুষ বলে প্রচার করা যায় তাহলে প্রমাণীত হবে আমরা যেমন যখন তখন ভুল ও গুনাহ করতে পারি তেমনি তারাও ভুল ও গুনাহ করতে পারে। নাউযুবিল্লাহ্। তাহলেই নিজেকে বেশি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনেকারী মানুষগুলো ধর্ম নিয়ে সন্দেহ করে বেঈমান হয়ে যাবে। কারণ তারা সহজেই মনে করতে পারবে যে, নবী ﷷ গণও যখন আমাদের মত ভুল ও গুনাহ করতে পারেন তখন তাদের প্রচারিত ধর্মের ভীতরেও অবশ্যই ভুল ও সন্দেহ থাকতে পারে। নাউযুবিল্লাহ। এই জন্য কোন মুসলমান মুমিনই কখনই নবী ﷷ গণকে আমাদের মত বলে মনে করতে পারে না। অত্র পুস্তকটিতে লিখিত সকল বিষয়ের দাবী যদি কেউ খন্ডন করতে চায়, তাহলে আমাদের দেয়া প্রতিটি আয়াত খন্ডনের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত দিতে হবে। হাদীস খন্ডন করতে হলে অনুরূপ মানের হাদীস দিয়েই খন্ডন করতে হবে।

ছলচাতুরী করে জাল হাদীস বলে অথবা খোঁড়াযুক্তি দিয়ে আমাদের দলীল খন্ডন করা যাবে না। কারণ হানাফীদের প্রতিটি আমল ও আকীদাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ্ হাদীস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগেই বাতিল ফেরকার লোকেরা হাদিসের যে অংশ গুলোর অপব্যাখ্যা করে তাদের ভ্রষ্ট দল ও মতের পক্ষে দলিল পেশ করতে পারে সেগুলোকে ছহীহ্ হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। আর যে হাদীস শরীফগুলো সরাসরি আম্বিয়া ﷺ গণ, ছাহাবায়ে কেরাম ﷺ ও অলি আওলিয়াদের শান-মান ও ইজ্জতের পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে জাল, দ্বয়ীফ ও মাওযু হাদীস নামে তারা অপ প্রচার চালায়। আবার কথায় কথায় বলে যে বুখারীতে থাকতে হবে। আসলে সিহাহ্ সিত্তাহ্ নামের ছয়টি কেতাবের লেখকগণ হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম ছিলেন বিধায় হানাফীদের দলীল হাদীস গুলোর অধিকাংশই উপরোক্ত ছয়টি হাদীসের কেতাবেরও দুইশত বছর পূর্বে খইরুল কুরুণে সংকলিত কিতাব আল আছার, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক দারেমীসহ পঞ্চাশটিরও বেশী সহীহ হাদীস শরীফের কিতাবে এসেছে। কারণ বুখারীর লেখকের বাড়ী বুখারা শহরের নামে উক্ত কিতাবটির নাম করণ হয়েছে। বুখারী শরীফের কিতাবি নামই হচ্ছে কিতাব আল মুখতাছার তথা হাদীসের সংক্ষিপ্ত কিতাব। যার মধ্যে শরীয়তের সকল দলীল আসে নাই। যা লেখক ইমাম ইসমাইল হোসেন বুখারী রহমতুল্লহি আলাইহি নিজেই স্বীকার করেছেন। (মুকদ্দমা) আর কুরআন ও হাদীস শরীফের কোথাও এ রকম কোন দলীল কেউ দেখাতে পারবেনা যে, দলীল দিতে হলেই বুখারী অথবা সিহ্বাহ সিত্তাহ্ থেকেই দিতে হবে ইহা ওহাবী খারেজী ও ইহুদী খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ধোকা দিয়ে মুমিনকে বেঈমান বানানোর আরেকটি কুট কৌশল। শরীয়তের দলীল হচ্ছে পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও কিয়াস।(নূরুল আনওয়ার) ওহাবী মতবাদী লা-মাযহাবী ভাইয়েরা তাদের কিতাবে লিখেও বলে থাকে যে, যারা মাযহাব মানে ও পীর ধরে তারা মুশরিক, নাউযুবিল্লাহ। (ফিকহে মুহাম্মদী) তাহলে ইমাম বুখারীসহ সিহাহ-সিত্তার ইমামদের হাদীস তারা কিভাবে মানবে? তারা সকলেই তো শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ছিলেন। এবং সকলেই পীরের মুরিদও ছিলেন (সিহা-সিত্তাহ ইমামদের জীবনীগ্রন্থ) ওহাবীদের ভ্রষ্টমতে মুশরিকের কিতাব কী দলিল হয়? নাউযুবিল্লাহ্।

দুরের মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত ঃ বগুড়া মসজিদে কু'বাতে গিয়ে সাধারণ মানুষ সত্য কথা শুনে উপরোক্ত মৌলভীদের ধর্মের ছদ্মবেশে ধোকাবাজিপূর্ণ আসল পরিচয় যেন না পায় সেজন্য তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ফতওয়া দেয় যে, মহল্লা ছেড়ে অন্য মসজিদে যাওয়া যাবে না, মহল্লার হক্ব আছে ইত্যাদি। এ ব্যাপারে তারা কোন দলীল দিতে পারবে না। অথচ হুজুর পাক ﷺ বলেন" বাড়ী থেকে যে

যত দুরে (হক্বের সন্ধানে) মসজিদে যাবে সে তার প্রতি কদমে এক বছরের নফল ইবাদতের ছওয়াব পাবে"। (মিশকাত বোখারী শরীফের উদ্ধৃতিতে ৬৯৯- ৭০০-৭০২ এবং ১৩৮৮ নং হাদীস)। অথচ নিজেদের মহল্লা ও জেলা ছেড়ে এসে তারা অন্য মহল্লায় ইমামতি করে, তিন চিল্লাদিয়ে এবং মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে বেতন উঠায়ে নিজেদের জীবন ও পেট ঠিকই চালাচ্ছে। তাদের পক্ষ থেকে তাদের জেলা ও মহল্লার হক্ব কে আদায় করছেন? জিজ্ঞাসা করুন তাদেরকে। তারা লা-জওয়াব হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত অকাট্য দলীল ভিত্তিক জানতে হলে অত্র কিতাবটির পরবর্তী খন্ড গুলো পাঠ করুন। মোট কথা, যে কোন দল, মত হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি সামান্যতম বেয়াদবী ও দুশমনি আক্বীদা পোষণ ও প্রচার না করে হারামকে হালাল, হালালকে হারাম কোন উল্টাপাল্টা ফতওয়া না দিয়ে এবং মসজিদে ঘুমিয়ে অবস্থান না করে কুরআন সুন্নাহ সম্মতভাবে যে কোন ভাল কাজ করে থাকে আমরা সেটা সাদরে গ্রহণ করবো। অন্যথায় বুঝবো তারা বাতিল বাহাত্তর দলের একটি দল। কুরআন সুন্নাহ বিরোধী যারা অসংখ্য হারামকে যায়েজ বানিয়েছে তাদের পিছনে নামাজ পড়া তো দূরের কথা তাদের মুরুব্বীদের ফতওয়া মোতাবেকেই তাদের ঈমান থাকে না। (শরহে আকায়িদে নসফি, ফিকহে আকবর, আকাঈদে হাক্কাহ, আকাঈদে দেওবন্দ ইত্যাদি) কেউ আমাদের বন্ধু নয়, এমনকি কেউ আমাদের শত্রুও নয়। হুজুর পাক ﷺ বলেন, "মহান আল্লাহ্‌ পাক ও রসুলেপাক ﷺ উনার সন্তোষ্টির জন্যই কারো প্রতি ভালবাসা ও সন্তোষ্টি এবং তাঁদের অসন্তোষ্টির জন্য কারো প্রতি অসন্তোষ্টি প্রকাশ করা মুমিনের দায়ীত্ব। (বুখারী, মুসলিম)। হুজুর পাক ﷺ বলেন- "অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যকথা বলা উৎকৃষ্ট জিহাদ, গীবত বা অহংকার কোনটিই নয় এবং দলীয় স্বার্থে বা ভয়ে ভীত হয়ে যারা সত্যকে গোপন করে তারা বোবা শয়তান।"(মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি) এই অনিবার্য কারনেই প্রতিটি মসজিদকে এবং মুসলিম সমাজকে ধর্মের নামে বাতীল ও প্রতারনাপূর্ণ দলীয় কলূষতা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও রক্ষা করার চেষ্টা করা প্রতিটি মসজিদ কমিটির সদস্য, প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়ীত্ব এবং সত্যের জিহাদ। কুরআন সুন্নাহর আলোকে এমন জিহাদে অংশ গ্রহন করাকেই ফরজে আইন বলা হয়েছে নচেৎ আল্লাহ্‌ পাকের নিকটে সকলকেই জবাবদিহী করতে হবে। এমন জিহাদে যারা অংশ গ্রহন করবে তারা আল্লাহ্‌ পাকের কুদরতি মদদ লাভে ধন্য হবে। বেঁচে থাকলে গাজী হবে এবং মারা গেলে শহীদ তথা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুগন্ধি পেতে পেতে সরাসরি জান্নাতে পৌছে যাবে। একটা পিপিলীকা দংশন করলে যেমন কষ্ট হয় এমন কষ্টও আল্লাহ তাকে পেতে দেন না ।

জেহাদ মানে মানুষ খুন নয়- সত্য প্রচারে আপ্রান চেষ্টা করা। (পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও বুখারী, মুসলিম শরীফ সহ অসংখ্য হাদীসের কিতাব)।

মিলাদ-কিয়াম ঃ হুজুর পাক ﷺ বলেন, "তোমরা ততক্ষন পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্ততি (দলমত, মুরুব্বী) সহ সকল মুহব্বতি জিনিষ ও ব্যক্তি এমনকি নিজের জানের চাইতেও আমাকে বেশী ভালবাসা না দিতে পারবে"। (বুখারী ১/৭ পৃঃ,মিশকাত ১২ পৃ., মুসলিম) মীলাদ কিয়াম বিরোধীদের মুরব্বী শামছুল হক ফরিদপুরী "তাছাউফ তত্ব কিতাবের ৪১ পৃষ্ঠায় বলেন নবীজি ﷺ কে দাড়িয়ে ছালাম দেওয়া আদব বসে ছালাম দেওয়া বড়ই বেয়াদবী" যেহেতু সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াত শরীফের শেষে উনাকে আদবের সাথে ছালাম দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। বুখারী ৭ পৃষ্ঠার হাদীসের ভিত্তিতে যাঁকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসা না দিলে মুমিন হওয়া যায় না। তাঁর দুশমণী করলে বা বেয়াদবী করলে কী ভাবে ঈমান থাকে? আর ঈমান না থাকলে নামায রোজা ইত্যাদি আমলের কী ফায়দা হবে? মহান আল্লাহ্ পাক সকল মুসলিমকে সহীহ মুসলিম হাদিস শরীফের ভাষায় উল্লেখিত দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী কায্যাবদের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে হোফাজত করত: তাঁরও হুজুর পাক ﷺ উনার সন্তুষ্টির সাথে সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উনাদের পথে, আল্লাহর হক্বানী অলিদের পথ এবং আওলাদে রসুল ﷺ উনাদের পথে কবুল করে আমাদেরকে সঠিক আমল আক্বিদার ভিত্তিতে ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতসহ সমগ্র দুনিয়ায় দাওয়াত ও বায়আত ভিত্তিক সুন্নতি খেলাফত কায়েম করে আখিরাতে জান্নাতুল ফেরদৌসী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন। উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ে অসংখ্য দলিল সমৃদ্ধ প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব পত্র আমাদের মুফতি বোর্ড গবেষনাগারে মওজুদ আছে। কলেবর বেড়ে যাবে বলে এতটুকুতেই শেষ করলাম। কারণ- সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمَرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَفْتَرِقُ اُمَّتِیْ عَلٰی ثَلَاثٍ وَّسَبْعِیْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِی النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِیَ یَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا اَنَا عَلَیْهِ وَاَصْحَابِیْ

(رواه الترمذی رقم ۱۷۱ ابو داود رقم –٤٥٧٩ مشكوة صفحة –۳۰ وغير ذالك)

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনি আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল পাক ﷺ বলেন আমার উম্মতেরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে (আমল আকিদার দিক থেকে) ৭২ দল (নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কালেমার স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও) জাহান্নামী

হবে এক দল জান্নাতী হবে। সাহাবায়ে কেরাম ﵃ গণ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ কোন দলটি জান্নাতী? তিনি বললেন আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম ﵃ দের মত পথ ও আমল আক্বিদা এবং ব্যাখ্যার সাথে যাদের মত পথ আমল আকিদা ও ব্যাখ্যা মিলে যাবে তারাই জান্নাতী দল। (মিশকাত ৩০ পৃ আবু দাউদ ৪৫৭৯ নং ও তিরমিযী-১৭১ নং হাদীস শরীফ সহ প্রায় ১০৫টি হাদীস শরীফের কিতাব)।

ইসলামী শরীয়তের একটি জায়েজকে নাজায়েজ অথবা না-জায়েজকে জায়েজ বললে সাথে সাথে সে কুরআন-হাদীসকে অস্বীকার করার কারণে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়।

(সূরা আহযাবের ৩৬ ও সূরা নিছা ৬৫ আয়াত সহ আকাইদে নছফী, ফিক্বহে আকবর, আকাঈদে দেওবন্দ সহ প্রায় ৩০টি নির্ভর যোগ্য কিতাব।) সম্মানিত পাঠক বিচার করুন- মিলাদ, কিয়াম,ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ ও মুনাজাত বিদআত-নাজায়েজ বলনেওয়ালা খারেজীরা কিভাবে ঈমানদার থাকবে? তাদের মুরুব্বীরা বলেছে ও লিখেছে জায়েজ আর খারেজীরা বলছে নাজায়েজ তাহলে যেকোন এক গ্রুপের ঈমান থাকছে না। শরীয়তের হালাল-হারাম অস্বীকারকারীরা কীভাবে ঈমানদার থাকবে?

সহীহ হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ

شَهِيْدٍ (بيهقى مشكوة صفحة ٣٠)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল পাক ﷺ বলেন আমার উম্মতের মধ্যে দলাদলি তথা ফিৎনার সময়ে যে ব্যক্তি আমরা সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরবে- সে ব্যক্তি একশত শহীদের মর্যাদা পাবে। (মিশকাত ৩০ পৃষ্ঠা বায়হাকী মিরকাত, লুমআত সহ প্রায় ৫০টিরও বেশী হাদীস শরীফের কিতাব) অতএব হাত তুলে মুনাজাত ও মিলাদ-কিয়াম সুন্নাত হিসাবে একশত শহীদের মর্যাদা প্রমানিত হলো।

অসংখ্য দলীল সাপেক্ষে প্রমাণিত হলো যে, খোলাফায়ে রাশেদার চার খলীফাসহ সকল সাহাবায়ে কেরাম ﵃ গণ মিলাদ ও কিয়াম শরীফ পালন করেছেন। আমরাও করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ ফুরফুরা, জৈনপুর, মেদিনীপুর, শর্ষিণা, করটিয়া, গাজীপুর সিদ্দীকিয়া দরবার, সোনাকান্দা, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়া এবং আওলাদে রাসূল ﷺ উনাদের দরবার শরীফসহ সকল হক ওলী-আউলিয়াগণ নবীজী ﷺ উনার ভাষায় জান্নাতি ফিরকার সাথে সম্পৃক্ত জাহান্নামী বাতিল বাহাত্তর ফিরকাহ মিলাদ কিয়াম বিরোধী শক্তি খারেজী-ওহাবী থেকে মুক্ত।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে উক্ত সহীহ্ ফতওয়া মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন। আর মুনাজাত ও মিলাদ-কিয়াম বিরোধীদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌পাক উনার কুদরতের উপরে নির্ভরশীল

আমরা সহজ ভাষায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআনের সত্য কথা গুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। যাদেরকে আল্লাহ্ পাক কবুল করবেন তারা সঠিক পথ পাবে আর যাদের প্রচেষ্টা নাই তাদেরকে কবুল করবেন না তারা পাবেনা। সত্য কথাগুলো শোনার এবং জানার পরে কে আমাদেরকে রাগ করে মারার চেষ্টা করলো। আর কে ভালবেসে মাথায় তুলে নিল। সে ব্যাপারে আমাদের তাকানোর কোন সুযোগ নেই বরং সেগুলো কন্ট্রোল করার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌পাক উনার। আমরা তাঁর ওপরেই নির্ভরশীল। অন্য কারও কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা করি না। কারন বান্দার জীবন- মরন, খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, সম্মান-অসম্মান, দানসহ সবকিছুরই একমাত্র মালিক আল্লাহ্‌পাক। আমরা তাঁর কুদরতি সাহায্যেই চলে থাকি ও কথা বলে থাকি। আল্লাহ্‌পাক বলেন, "যে ব্যক্তি আমার ওপরে নির্ভরশীল হয় আমি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাই" (সূরা ত্বলাক, আয়াত ৩), "আমি আল্লাহ্‌পাকের হুকুম ছাড়া সারা জগতের সকল বাতিল একত্রিত হয়েও আমার ওপরে নির্ভরশীল বান্দাদের কোন (পশম পরিমান) ক্ষতি কেউ করতে পারবেনা "(সূরা বাকারা, আয়াত ১০২)," যারা আপ্রান চেষ্টা করবে সত্যের ওপরে ওঠার জন্য আমি তাদেরকে অবশ্যই সত্যের রাস্তাসমূহ দেখিয়ে দিব "(সূরা আনকাবুত, শেষ আয়াত)," আমার ওলীদেরকে যারা কষ্ট দেয় আমি আল্লাহ্‌পাক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। "(বুখারী, ২/৯৬৩ পৃষ্ঠা, মিশকাত ১৬৮ পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য কিতাব)

আলীয়া ও হাফেজী মাদ্রাসা বেশী বেশী চালু করতে হবে

উল্লেখ্য যে হাফেজী ও আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর অধিকাংশ আল্লাহর ওলী গনও হক্কানী আলেমগণ তৈরী করেছেন কুরআন শিক্ষার কারখানা হিসেবে। অথচ তাদের মৃত্যুর পর তাদের মতের বিরোধী হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আকিদা সম্পন্ন মিলাদ-কিয়াম, ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ এর দুশমন, নবী পাক ﷺ কে আমাদের মত, বড় ভাই এর মত, মাটির মানুষ বলনেওয়ালা ওহাবী কওমীদের ষড়যন্ত্রের মুখে হাফেজী মাদ্রাসাগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। হাফেজী মাদ্রাসার নাম হাফেজী মাদ্রাসাই যথেষ্ট তারপরেও যদি নাম করন করতেই হয় তবে মুহাম্মাদীয়া সুন্নিয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা করলে হুজুর পাক ﷺ উনার নামে থাকার কারনে আল্লাহ পাক খুশি হবেন; পক্ষান্তরে কওমী হাফেজী মাদ্রাসা নামকরণ করলে বিজাতীয় এজেন্টদের বেদআতী দলের নামে হাফেজী মাদ্রাসা হলে আল্লাহপাক ও হুজুর পাক ﷺ উনি খুশি হবেন না। ইসলামের কিছু আমলের লেবেলে বা প্রদর্শনীতে বা নবী পাক ﷺ উনার দুশমন

ঈমান হারা মৌলভী দিয়ে দেশ দুনিয়া ভরে যাবে । তার দায় দায়িত্ব প্রতিষ্ঠতা-দাতাদের উপরেই বর্তাবে। কোন হক্বানী আলেম বা অলী তৈরীর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে তার ছওয়াবও তারাই পাবে। মিশকাতসহ অসংখ্য হাদীস শরীফে এসেছে, "যারা যে জাতের অনুসরণ করবে তারা তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে ও তাদের সাথেই তাদের হাশর হবে"। (তিরমীযি, আবু দাউদ)

এতিমদের অর্থ আত্মসাৎ করা জাহান্নামের আগুন ভক্ষনের শামিল (সূরা নিসা ১০) : সুরা তওবার ৬০নং আয়াত মোতাবেক জানা যায় ছদ্‌কা, যাকাত, চামড়ার অর্থ ব্যয় করার খাতের একটি খাতও নেই মসজিদ অথবা মাদ্রাসা উক্ত টাকাগুলো ব্যাবহার করতে পারে বেতনের কাজে, অথবা বিল্ডিং তৈরীর কাজে। বরং ফকির, মিছকিন, নিকট আত্মীয় ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, নওমুসলিম, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌ ইত্যাদি খাতে ব্যবহার করা কুরআন শরীফের হুকুম। এ সমস্ত বাতীল মৌলভীরা রাস্তার মোড়ে-মোড়ে গ্রামে-গ্রামে মাদ্রাসা চালু করে কয়েকজন এতিমের নামে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ টাকা ছদকা, যাকাত, চামড়া, দান-খয়রাত এবং খতমে বুখারী ও বদর কমিটির নামে বিভিন্ন টাকা আদায় করে সেই টাকায় বিল্ডিং তাদের বাড়ী, গাড়ী, মোবাইল, ব্যাংক ব্যালেন্স সহ বিলাসিতার জীবন যাপন করে হুজুর পাক ﷺ ও হককানী অলীদের দুশমনির কাজে ব্যস্ত। আর যে এতিমদের নামে টাকা উঠানো হলো তাদের কোন পূর্ণবাসন হলোনা তারা সারাজীবন এতিমই থাকলো। আল্লাহ্‌ পাক বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا —

"যারা এতিমের মাল জুলুম করে খায় তারা যেন নিজের পেটকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো এবং অচিরেই তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। (সুরা নিসা আয়াত নং ১০) ছোট মাসুম ছেলেদেরকে আলেম হওয়ার জন্য বাবা মা তাদের মাদ্রাসায় হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে পড়তে দেন আর সেই মাসুমদের মাথায় বিদআতী পাঁচ তালি চোক্কা টুপি পরিয়ে দিয়ে ফুলের মত সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সন্তানগুলোকে অসুন্দর চেহারা বানিয়ে দেয় এবং তাদের হাতে চাঁদার বই উঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে জোর করে তারা ভিক্ষা করা শিখায়। যাতে তাদের লজ্জা নষ্ট হয়ে যায়। "আর লজ্জা নষ্ট হলে তাদের দ্বারা যা ইচ্ছা তাই করানো সম্ভব হয়।" (বুখারী, মুসলিম শরীফ ইত্যাদি) সেই ভিক্ষার টাকা দিয়ে তারা বিলাসিতার জীবন যাপন করে আর কোমলমতি ছাত্রদেরকে নিজেদের দল ভারী করত: রাজনৈতিক জঙ্গীপনার কাজে ব্যবহার করে তাদেরকে নবী ﷺ গণ ও অলীদের প্রতি দুশমনীপূর্ন যাবতীয় কুফরী আমল ও আক্বিদায় গড়ে তোলে। তার প্রমাণ গত ৫ই মে/১৩ হেফাজতে ইসলামের নাম করে ঢাকা শাপলা চত্বরে অসংখ্য কুরআনে আগুন লাগিয়ে

দিয়ে কুরআন পুড়িয়ে জুতা ফেলে পালিয়ে এসে মুরতাদ হয়ে মাছুম সন্তানদের প্রতি নির্যাতন চালানো। পায়না ছেলেগুলো তৃতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট। পেলোনা তারা দুনিয়া,পেলোনা আখিরাত এবং আমল আক্বিদায় হলো তারা নবীজি ﷺ উনার দুশমন। জীবনের মূল সময় ১৬-২০ বছর লেখাপড়া করে একজন সভ্য পরিবারের ছেলে কোন কুল না পেয়ে তার এলাকায় আবার একটি মাদ্রাসা তৈরী করে এলাকার গরিব ও ঋনগ্রস্তদের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত ও চামড়া আদায়ের কেন্দ্র তৈরী করতে বাধ্য হয়। এভাবেই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তাদের ভ্রান্ত ও নতুন মতের বিরোধী সত্য পন্থী- নিজের বাবা, চাচা ও হক্কানী অলীদের সাথে, মিলাদ কিয়াম, নুর, মুনাজাত ইত্যাদি বিষয়ে নতুন ও উল্টা-পাল্টা ফতওয়া দিয়ে তারা সমাজে ফেৎনায় লিপ্ত হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে তাদেরকে অর্থ দিয়ে অথবা ছাত্র দিয়ে সাহায্য করা যাবে কিনা? তা জ্ঞানবান পাঠকের নিকটে জানতে চাই। আল্লাহপাক বলেন-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ –

"তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে সবকিছু দিয়ে সাহায্য করো, তাঁর বিরোধী কাজে সাহায্য করোনা, আল্লাহপাক বিরোধী কাজে সাহায্য করলে তাদের জন্য আল্লাহপাকের শাস্তি ভয়াবহ"। (সূরা মায়িদা: ২)

সার্টিফিকেট সম্পর্কে মিথ্যাচারিতা ঃ এই জাহেল মৌলভীদের তৃতীয় শ্রেণীরও সার্টিফিকেট নেই বিধায় নিজেদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে তারা ডক্টর মুফতি আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকির সার্টিফিকেট ব্যাপারেও মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে থাকে বিধায় তার পক্ষ থেকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাখা হয়েছে যে, শিক্ষা আইন মোতাবেক যার যে সার্টিফিকেট নেই সেই সার্টিফিকেট ব্যাপারে তার কোন মন্তব্য করা ও দেখতে চাওয়ার অধিকারও নেই, উহার মর্যাদা বোঝার হিম্মাত ও যোগ্যতাও তার নেই এবং সার্টিফিকেট সম্পর্কে মিথ্যাচার করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে তিনি মান হানীর মামলা তাদের বিরুদ্ধে দিতে পারবেন হেতু তার ডিগ্রি মোতাবেক যাদের ডিগ্রি আছে সেই ধরনের ব্যাক্তিরা নিজেদের সার্টিফিকেট নিয়ে তার নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তা দেখিয়ে এই মর্মে সরকারী ষ্ট্যাম্পে ডিড করতে হবে যে, আমাদের অর্জনকৃত ডিগ্রির মত ডক্টর মুফতি আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকিও যদি তার ডিগ্রির সনদ দেখাতে পারেন তাহলে আমরা এতদিন তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অপরাধের শাস্তি হিসেবে জুতার মালা পড়ে সমগ্র বগুড়া শহরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য থাকবো।

আর যদি ড. মুফতি মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী তার নামের আগে-পিছের ব্যবহৃত শব্দগুলোর সঠিক ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে না পারেন এবং তার অর্জনকৃত ডিগ্রির সার্টিফিকেটগুলো দেখাতে না পারেন তাহলে তিনিও তাই করতে বাধ্য হবেন।

উনার সম্পর্কে তারা আরেকটি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে যে তাকে নাকি ভাই পাগলা মাজার মসজিদ এবং আওলাদে রসুল ﷺ উনার দরবার শরীফ হতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকাল কায্যাব। এ কথা যে কঠিন মিথ্যা তার প্রমাণ যে কোন মুসলিম ভাই "ভাই পাগলা মাজার" মসজিদের বর্তমান ইমামদের, মুসল্লিদের এবং কমিটির সদস্যদের ও দরবার শরীফে জিজ্ঞাসা করলেই পেয়ে যাবেন যে তাকে ইমাম হিসেবে সারাজীবন অত্র মসজিদে এবং দরবার শরীফে রাখার জন্য তারা কত চেষ্টা করেছেন। মুল কথা হচ্ছে এইযে, দক্ষিণ বগুড়ায় দীর্ঘ অনেক বছর সত্য প্রচারের পরে হুজুর পাক ﷺ উনার সুন্নত পালন করার নিমিত্তে মহান আল্লাহ পাক উনার ইচ্ছায় উত্তর বগুড়ায় সত্য প্রচারের জন্য তিনি মসজিদে কু'বায় স্থানান্তর করেছেন। (মসজিদে কু'বার প্রতিষ্ঠাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, ভাই পাগলা মাজার মসজিদের সেক্রেটারী সাহেবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পরামর্শ ও অনুমতি সাপেক্ষে) এবং ড. আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকির সুপারিশ ও পরামর্শক্রমে তাঁরই বন্ধু আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র বর্তমান ইমাম কে অত্র মসজিদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যদি তাকে তাড়িয়েই দেওয়া হতো তাহলে কোন ওহাবী কওমী মৌলভীই সেই মসজিদে ইমাম হওয়ার সুযোগ পেত। আসল কথা অত্র মসজিদে ইমামতির সারকুলারে কোন কওমী ও ওহাবী মৌলভীকে দরখাস্ত করার সুযোগটুকুও দেওয়া হয় নাই।

ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস কমিটি এবং হেফাজতে ইসলাম ঃ সারা জীবন যারা নুরে মুজাস্সাম হাবীবুল্লাহ হুজুর পাক ﷺ ও আল্লাহ্ পাক উনার অলিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন **ছলনায় দুশমনি আক্বীদা তথা নবীজিকে ﷺ আমাদের মত, বড় ভাইয়ের মত, মাটির মানুষ বলে বিভিন্ন হারাম কাজ, হরতাল, লংমার্চ, রাজনীতিকে ঈমানী দায়িত্ব নামে প্রচার করে হারাম-হালাল উল্টা-পাল্টা ফতওয়া দিয়ে নিজেদের সহ সকল মুসলিমের ঈমান আক্বীদা ধ্বংসের কাজে ব্যস্ত তারা আবার নিজেদের তৈরী করা ছলনাময়ী কমিটির নাম দিয়েছে, ঈমান আক্বীদা সংরক্ষণ কমিটি ও হেফাজতে ইসলাম।** এ যেন মুরগিকে ধোকা দিয়ে নিজের কাছে আমদানী করে খাওয়ার আশায় শিয়ালের পক্ষ থেকে মুরগি সংরক্ষণ ও হেফাজতে ইসলাম কমিটি নামের প্রচার। প্রতারনায় ফেলানো ছাড়া শেয়ালের নিকটে যেমন মুরগি সহজে যায়না তেমনি বিভিন্ন সময় প্রতারনামূলক বিভিন্ন কমিটি নামে নিজেদেরকে প্রকাশ না করলে সাধারণ মুসলিম তাদের জালে আটকা পড়েনা। কাজেই ঈমান-আক্বীদা ও ইসলাম ধ্বংস কমিটি নামেই তারা স্বার্থক।

ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণের মালিক একমাত্র আল্লাহ্পাক ঃ আল্লাহ্পাক ব্যতিত অন্য কেউই পবিত্র কুরআন, ইসলাম ও ঈমান আক্বীদা হেফাজত বা সংরক্ষণের মালিক হতে পারেনা। যদি কেউ সংরক্ষণের মালিক হওয়ার দাবি করে তাহলে তারা কুরআন অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ্পাক বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

"নিশ্চয় পবিত্র কুরআন (তথা ইসলাম, ঈমান আক্বীদার মূল) আমিই নাযিল করেছি এবং একমাত্র আমিই উহার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছি"। (সূরা হিজর আয়াত নং ৯) ঈমান আক্বীদা সংরক্ষণ এবং হেফাজতে ইসলাম নামধারী কমিটির সকল সদস্য তাদের কমিটির নামকরণ করে তারা দাবি করতে চায় যে তারা সমস্ত মানুষের ঈমান-আক্বীদা এবং ইসলামের হিফাযতের মালিক। নাউযুবিল্লাহ!! কেউ যদি বলে আমরা দেশ ও মানুষ হেফাজত করবো তাহলেই তার ঈমান থাকে না। সেখানে কুরআন তথা ইসলাম হেফাজতের নামে বের হয়ে যারা বলে যে কয়েক মিনিটের মধ্যে দেশ "অচল" করে দেবে তারা হক্বানী আলেম বা পীর দাবী করা তো দূরের কথা নিজেদের কে ঈমানদার প্রমাণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব কিনা? একটু চিন্তা করুন।

সম্মানিত পাঠক! আমরা ফতওয়া দিবো না। ফতওয়া আপনারাই দিবেন। মানুষের ঈমান-আক্বীদা এবং ইসলামের হিফাযতের মালিক 'আল্লাহ্পাক', না 'মানুষ'? নিশ্চয়ই আপনারা উত্তর দিবেন 'আল্লাহ্পাক'। যদি তাই হয়, তাহলে বগুড়ার দাজ্জালে কাজ্জাব বা উলামায়ে ছূ'রা কি নিজেদেরকে 'আল্লাহ' দাবী করলো না? যদি কেউ নিজেকে 'আল্লাহ্পাক' বলে দাবি করে তবে সে 'মুসলমান', না 'কাফির'? বিবেক সম্পন্ন মানুষেরা আপনারাই ফতওয়া দিন যে তারা কী? তারা **হেফাজতে ইসলাম নাম সেজে গুটি কতক নাস্তিক ব্লগার ও কাফিরের মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে অমুসলিমদের নিয়ম-দেশ ও জাতী ধ্বংসকারী মৌসুমী হরতাল, লংমার্চ ইত্যাদিকে জিহাদ ও ঈমানী দায়িত্ব নাম দিয়ে ঢাকা বায়তুল মুকাররম মসজিদ মার্কেটে বিভিন্ন দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পবিত্র কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ পুড়িয়ে দিয়ে এবং কয়েকজন পুলিশের আক্রমণের ভয়ে জুতা ফেলে পালিয়ে গিয়ে ইসলাম ও ঈমান ধ্বংসকারী মুরতাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত হয়েছে। কারণ পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ শরীফে যথার্থই এসেছে জিহাদের নামে ঘর থেকে বের হলে- হয় শহীদ নয়তো বা গাজী বেশে ফিরে আসতে হবে। যদি কেউ জিহাদ হতে পালিয়ে যায় তবে তারা মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়।**

আলহাজ্জ আল্লামা ড. মুহম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ ছিদ্দিকী সাহেব সম্পর্কে আওলাদে রসূল এবং টাঙ্গাইল-করটিয়া দরবারের হক্ব মুর্শিদ উনাদের মোবারাক মন্তব্য ঃ

"আলহাজ্জ ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ ছিদ্দিকী সাহেব একজন হক্কানী-রব্বানী আলিম তথা অলীয়ে কামিল মুকাম্মিল" ঃ বগুড়ার দাজ্জালে কাজ্জাব বা উলামায়ে ছু'রা যে লিফলেট প্রকাশ করেছে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হচ্ছে, আলহাজ আল্লামা মাওলানা ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লাহ্ ছিদ্দিকী সাহেব। কারণ উনার জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও দলীলভিত্তিক ওয়াজ উলামায়ে ছু'দের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এতদিন বগুড়াবাসীকে ইসলামের লেবেলে যে জিহালত ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছিল সে জিহালতী ও গুমরাহী থেকে বগুড়াবাসীকে পূর্ববতী তথা বাপ-দাদা ও অলীদের রেখে যাওয়া সঠিক ইসলামে ফিরিয়ে হক্ব মত-পথ ও হিদায়েতের দিকে নিয়ে আসছেন আল্লামা ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ ছিদ্দিকী সাহেব। তিনি যেহেতু আওলাদে রসূল ও হক্কানী অলীর মাহবুব মুরিদ সেহেতু তারা ফুরফুরা সিলসিলা ভূক্ত হক্কানী অলীদের বিরুদ্ধে মিথ্য অপপ্রচারে নেমেছে। উদ্দেশ্য হলো- উনার সত্যনিষ্ঠ ভূমিকায় বগুড়াবাসী মুসলিমগণ ওহাবী, কওমী, দেওবন্দী, ছয় উছূলী তাবলীগী জামাতী ও চর্মনাই মৌলভীদের হাক্বীক্বত ধর্মের নামে অধর্মের নীতি জেনে যাবে। তাদের কথা শুনবে না। তাদের মাদরাসায় যাকাত-ছাদকা দিবে না। তাদের ইমাম-মুয়াজ্জিন হিসেবে রাখবে না। তাদের ধর্মব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা উনার বিরোধীতায় একজোট হয়েছে। তাদের এতটুকু ঈমানও নেই যে, মহান আল্লাহ্‌পাকই একমাত্র রেযেক দাতা। কেউ কাউকে রেযেক দিতে পারে না বা ক্ষতি করতে পারেনা। অন্যের ক্ষতি করতে চাইলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার তুলনাহীন ক্ষতি হয়ে থাকে। সূরা বাকারা ১০২ নং আয়াতাংশে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহর পথে যারা থাকে তাদের (পশম পরিমাণ) কোন ক্ষতি কেউ করতে পারে না" (বরং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।)

উল্লেখ্য, বগুড়ার দাজ্জালে কাজ্জাব বা উলামায়ে ছু'রা আল্লামা ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ ছিদ্দিকী সাহেবের বিরুদ্ধে দলীয় স্বার্থে যে সকল মিথ্যা অভিযোগ করেছে যেমন, হক্কানী উলামায়ে কিরাম, মাদরাসা শিক্ষা, তাবলীগ জামাতের সমালোচনা ইত্যাদি এগুলো সবই ডাহা মিথ্যা। তিনি ধর্মব্যবসায়ী বা উলামায়ে নাহক্বদের মুখোশ উম্মোচন করেন। কোনো হক্কানী আলিমের সমালোচনা তিনি করেন না। বরং হক্বপন্থী আলেম-সাধারণ মানুষ সবাইকে তিনি মাথার তাজ মনে করেন। তারা প্রমাণ করুক, তিনি কোন্ হক্কানী আলিমের সমালোচনা করছেন?

যারা ধর্মের নামে মীলাদ কিয়াম, ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ ও শবে-বরাতের দুশমনি ফতওয়া দিয়ে ফেতনা সৃষ্টি করে, ছবি তোলে, টিভি, ভিডিও করে টিভিতে প্রোগ্রাম করে, বেপর্দা হয়, খেলাফত নীতি ভুলে গিয়ে ইসলামের নামে রাজনীতি করে, হরতাল ও লংমার্চ কে ঈমানী দায়িত্ব নামে প্রচার করে, কুরআন আগুনে পুড়ায়, নবীজি ﷺ উনাকে আমাদের মত, বড় ভাইয়ের মত এবং মাটির মানুষ ফতোয়া দেয়, ধর্মের নামে নারী নেতৃত্ব করে এগুলোকে সমর্থন করে নবীজি ﷺ উনার তাবলীগ বাদ দিয়ে স্ত্রী-সন্তানের হক্ব নষ্ট করে মসজিদে-মসজিদে তিন চিল্লা, জীবন চিল্লা দিয়ে তা নবিয়ানা কাম নামে চালিয়ে দিয়ে নবীজি ﷺ উনার উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় তাদেরকে কি তারা কশ্মিনকালেও হক্ব আলীম প্রমাণ করতে পারবে? কাফেরদের এত তাশাব্বুহ্ ও হারামকে জায়েজ বলে তারা যদি হক্কানী আলিম হয় তবে নাহক্ব আলিম কারা? আর যে সব মাদরাসায় কুফরী আক্বীদা ও শরীয়ত বিরোধী আমল শিক্ষা দেয়া হয়, জঙ্গি/সন্ত্রাসী পয়দা করা হয় নবীজী ﷺ উনার দুশমনি শিক্ষা দেয়া হয়। সেইসব ধর্ম ব্যবসায়ী দল ও মাদরাসার সমালোচনা করা কি অন্যায়? বরং তাদেরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে উহা কুরআন সুন্নাহ্র ভাষায় উত্তম জিহাদ।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ ও মিলাদ ক্বিয়াম শরীফের সংক্ষিপ্ত দলীল

সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"হে রসুল ﷺ আপনাকে আমি সাড়া জগৎ সমূহের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরণ করেছি।" সেই আল্লাহ পাকই সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াতে বলেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"মুমিনদেরকে বলুন যে, রহমত ও ফজল হিসেবে পবিত্র কুরআন ও আপনাকে তাদের নিকটে দান করেছি তার জন্য তারা যেন খুশী প্রকাশ করে। কারণ আপনার আগমনে খুশি প্রকাশ করে কুরআন সুন্নাহ মানলে যে ছওয়াব হয় তা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ভাল আমল হতে উত্তম"। সুবহানাল্লাহ্! উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নুরে মুজাস্সাম হাবিবুল্লাহ্ হুজুরপাক ﷺ উনার আগমনে খুশী তথা ঈদ প্রকাশ করার আদেশ করেছেন। সেই মোতাবেক আল্লাহর আদেশ মানা জরুরী হিসেবে ১২ ই রবীউল আওয়াল শরীফে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ পালন করা অত্যাবশ্যক বলেই বাংলাদেশসহ অসংখ্য দেশে উক্ত দিনে উক্ত নামে সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়েছে এবং সাহাবী শ্রেষ্ঠ, নবীদের পরেই শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে এক দিনার বা দিরহাম ব্যয় করবে

(কুরআন সুন্নাহ্ মান্যকারী হলে) সে আমার সাথে জান্নাতে বন্ধু হয়ে থাকবে। সুবহানাল্লাহ্। -(আন্ নিয়'মাতুল কুবরা আলাল আলাম ১/৭ পৃঃ) হযরত ওমর ফারুক ﵁ বলেন, যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী ﷺ অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিল এক দিরহাম ব্যয় করলো আখেরী নবী, নুরে মুজাস্সাম হুজুরপাক ﷺ উনার মহব্বতে সে যেন ইসলামকেই জিন্দা করলো। সুবহানাল্লাহ। অনুরুপ কথা ওছমান এবং আলী ﵁ ও বলেছেন।

এমন ছওয়াব পাওয়ার কারন যেহেতু নুরে মুজাস্সাম হুজুরপাক ﷺ উনার মুবারক জীবনী অর্থই হলো ইসলাম। (আন নি'মাতুল কোবরা আলাল আলম ১/৭ পৃঃ)। যার কারনেই বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশে ১২ ই রবীউল আওয়াল শরীফে সরকারী ছুটি ঘোষনা করা হয়েছে। "বিশিষ্ঠ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবু দারদা ও আবু আমের আনছারী ﵁ গণ মিলাদুন্নবী ﷺ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন, হুজুর পাক ﷺ উপস্থিত হলে তারা সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে সালাম দিলে তিনি বললেন তোমরা যা করছো এমনটি যারা পরবর্তীতে করবে সকলের জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে"। সুবহানাল্লাহ। (আন নি'মাতুল কুবরা, ছুবুলুল হুদা ফি মাওলুদিল মোস্তফা, আত তানবির ফি মাওলুদিল বাশির ও নাযির, হা-বিলিল ফতওয়া ইত্যাদি) আল্লাহপাক বলেন-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا •

"নিশ্চয় আমি এবং আমার ফেরেশতাগন আমার হাবিবের প্রতি দরুদ পেশ করে থাকি, সুতরাং মু'মিনগন তোমরাও বেশি করে তাঁর ওপরে দরুদ শরীফ পেশ করো ও আদবের সাথে (দাঁড়িয়ে সবাই মিলে বার বার) তাঁকে সালাম দাও।" (সূরা আহযাব-৫৬,) প্রকাশ থাকে যে মহান আল্লাহ পাকের হুকুম মানা ফরজ বলেই পবিত্র কুরআন শরীফ "তোমরা ঈমান আনয়ন করো, নামাজ আদায় করো, যাকাত দাও, রোযা রাখ, সামর্থ থাকলে হজ্জ আদায় করো" ইত্যাদি হুকুমের কারনে উল্লেখিত বিষয়গুলো মুসলিমদের জন্য পালন করা যদি অবশ্যই ফরজ হয়ে থাকে তাহলে সেই আল্লাহ পাকেরই হুকুম "হে ঈমানদারগন তোমরা আমার নবীর ওপরে (বেশি করে) দরুদ শরীফ পেশ করো এবং আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে তাঁকে (বার বার) সালাম দাও।" (সূরা আহযাব ৫৬)। এই হুকুম পালন করাও মুমিনদের জন্য কি হবে? বিবেক সম্পন্ন পাঠকগণ চিন্তা করুন। পবিত্র কুরআন শরীফের ২২নং পারা ৩৩নং সূরা সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াত যা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। উহাতে যে আল্লাহ পাক খবর দিয়েছেন যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ পাক ও তার ফেরেশতা ﵁ গণ নবী পাক ﷺ উনার প্রতি দরুদ সালাম পেশ করেন এবং

কেয়ামত পর্যন্ত করতেই থাকবেন। সুতরাং হে ঈমানদার গন তোমরা ও তাঁর উপরে দরুদ ও আদরের সাথে সালাম পেশ করো। "আর আদবের সাথে সালাম হচ্ছে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া"। (কওমী ওহাবিদের পীর শামসুল হক ফরীদপুরি (র.) এবং হাজ্বি ইমদাদল্লাহ (র.) লিখিত তাসাউফ তত্ব ৪১ পৃষ্ঠা এবং হাফতে মাসায়েল ৭ পৃ:।)

উক্ত আয়াত কে খন্ডন করতে হলে পবিত্র কুরআন শরীফের এমন একটি আয়াত পেশ করতে হবে যা উক্ত আয়াতের একদিন হলেও পরে, নাযিল হয়েছে যার অর্থ হবে "নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগন দরুদ সালাম পেশ করেন না সুতরাং হে মুমিনগণ তোমরা ও নবীজি ﷺ উনার উপরে দরুদ সালাম পেশ করো না।" (নাউযুবিল্লাহ্)

এমন একটি আয়াত দিয়ে খন্ডন করতে না পেরেও যারা মুখের জোরে ও মিথ্যা যুক্তিতর্কে ও দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হয়ে দরুদ সালামের বিরোধীতা করবে তারা উপরোক্ত সূরা আহযারের ৫৬ নং আয়াত শরীফ অস্বীকার করার কারণে নামাজ রোযাকে অস্বীকারকারির মতোই কাফির হয়ে যাবে। (পবিত্র সূরা আহযাব ৩৬ ও সূরা নিসার ৬৫ আয়াত শরীফ) উল্লেখ্য যে, খারেজী মৌলভীরা দরুদ-ছালাম ও মিলাদ কিয়াম আলাদা করতে চায়। মিলাদ-কিয়াম ও দরুদ ছালাম ইউনির্ভাসিটি ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের মত একই জিনিস। আবার তারা খোঁড়া যুক্তি দিয়ে দরুদ-ছালাম অর্থ দরুদে ইবরাহীম নামে প্রচার করে মানুষ কে ধোকা দেয়-অথচ সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে ইবরাহিম عليه السلام উনার কোন নাম নেই শুধু আখেরী নবী ﷺ উনার উপরে দরুদ ছালাম পেশ করার আদেশ করা হয়েছে। দরুদে ইবরাহীমিকে হাদীস শরীফের ভাষায় দরুদে ছলাত তথা নামাজের দরুদ বলা হয়। যা আমরা সবাই নামাজের মধ্যে পড়ে থাকি।

একনজরে দরুদ-ছালাম তথা মিলাদ কিয়ামের দলীল সমূহ

কওমী মৌলভীদের সকল কিতাবের লেখক মুরব্বীগনের কিতাব (১) ইমদাদুল মুশতাক ৩৮পৃঃ, (২) মাওয়ায়িজে আশরাফিয়া, (৩) আশরাফুল জাওয়াব, (৪) মাকতুবাতে মাদানী, (৫) মুরকুমাতে ইমদাদিয়াহ, (৬) হাশিয়ায়ে হায়দারী, (৭) তাছাউফ তত্ব ৩৯-৪৩ পৃঃ এবং (৮) ফায়ছালায়ে হাফতি মাসায়েল ৭ পৃঃ সহ -(৯) বুখারী ১/১৭৮, ২/৫৯১ পৃঃ (১০) মুসলিম ২/৯৫, ১/৩১২, ৩১৩পৃঃ (১১) মিশকাত ৪০২, ৪০৩পৃঃ, (১২) মিরকাত, (১৩) লুময়াত, (১৪) আশয়াতুল লুময়াত, (১৫) মুসতাদরেকে হাকিম, (১৬) সুনানুদ দ্বারিমী, (১৭) দ্বারি কুতনী, (১৮) মিলাদে আহম্মদি ১/৪৭ পৃঃ, (১৯) তাফসীরে রুহুল বয়ান, (২০) মিসবাহুয যুজাজাহ আলা সুনানে ইবনে মাজাহ, (২১) ফতহুল মুবিন লি ইমাম নববী, (২২) জামিউল

ফতওয়া, (২৩) মজমুয়ায়ে ফতওয়ায়ে আযীযিয়া, (২৪) ফতওয়ায়ে বরকতিয়া, (২৫) রুদ্দুল মুহতার, (২৬) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, (২৭) আহকামে শরীয়ত, (২৮) সুন্নীহ বেহেশতী জেয়র, (২৯) জায়াল হক্ব, (৩০) কিতাবুত তানবীর, (৩১) ফি মাওলুদিল বাশীর ওয়ান নাযীর, (৩২) ছুবুলুল হুদা ফি মাওলুদিল মুস্তফা, (৩৩) হুসনুল মাকসিদ, (৩৪) সীরতে শামী ১/৮৪৩, ১/১৪৫পৃঃ, (৩৫) সীরতে নববী, (৩৬) যুরকানী, (৩৭) মা সাবাতা বিছ সুন্নাহ, (৩৮) আদ দুররুল মুনাযযাম, (৩৯) ছাবিলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, (৪০) আল ইনতিবাহ্, (৪১)মিয়াতে মাসায়িল, (৪২) মিরআতুয যামান, (৪৩) আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম ১/১১ পৃঃ, (৪৪) আল মাওলূদুল কবীর, (৪৫) ইশবাউল কালাম, (৪৬) আশ শিফা, (৪৭) আল মুলাখ খাছ, (৪৮) কিতাবুস্ সীরাতিল মুহম্মদিয়া, (৪৯) আল জাওহারুল মুনাজ্জাম, (৫০) আল ইনসানুল উয়ুন ১/১০০পৃঃ (৫১) ইক্বদুল জাওহার, (৫২) আস্ সুলুকুল মুয়াজ্জাম, (৫৩) ক্বিয়ামুল মিল্লাহ, (৫৪) নুযহাতুল মাজালিস, (৫৫) হাবিউল ফাতওয়া ১/২৬২পৃঃ (৫৬) সিরাতে হালবিয়া ১/৮৪, ৯৯পৃঃ, (৫৭) আলগীরী ১/৩৬, ১৩৬পৃঃ (৫৮) কবিরী ১/২৫৬পৃঃ, (৫৯) আশবাউন নাযায়ের ১/১৮০পৃঃ (৬০) কওমীদের কিতাব ইমদাদুল ফতুয়া ৪/২৭১পৃঃ (৬১) মাদারীজুন নবুওয়াত ২/৬১ পৃঃ (৬২) কওমীদের পীর আশরাফ আলী থানোবির তাবলীগ ১/৩৮ পৃঃ, (৬৩) শিফাউছ সুদুর ১/১০পৃঃ, (৬৪) আকাঈদে দেওবন্দ ১/১৯পৃঃ (৬৫) হুসাইন আহম্মদ মাদানী লিখিত মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ১/২৩৯পৃঃ, (৬৬) আবু দাউদ ৪০২ পৃঃ, (৬৭) আইনী ৫/২৫৪ পৃঃ (৬৮) মাজমাউল ফাতুয়া ২/১৬১ পৃঃ (৬৯) মাওয়াহেব ১/৪৪৫ পৃঃ (৭০) মাকতুবাতে মোজাদ্দিদ আলফেসানী ১/৩৫৩ পৃঃ (৭১) আহকামুল কুরআন জাসসাস, (৭২) রুহুল মায়ানী, (৭৩) রুহুল বয়ান, (৭৪) কুরতুবী, (৭৫) কবীর, (৭৬) তাবারী, (৭৭) যাদুল মাছীর (৭৮) মাযহারী, (৭৯) ইবনে কাছীর, (৮০) খাযিন, (৮১) বাগবী, (৮২) দুররুল মনছূ'র, (৮৩) তাফঃ ইবনে আব্বাস, (৮৪) বুখারী, (৮৫) মুসলিম, (৮৬) আহমদ, (৮৭) তিরমিযী, (৮৮) আবু দাউদ, (৮৯) ইবনে মাজাহ, (৯০) মুয়াত্তা মালিক, (৯১) মুসতাদরাকে হাকিম, (৯২) দারিমী, (৯৩) বাইহাক্বী, (৯৪) মিশকাত, (৯৫) ফতহুল বারী, (৯৬)উমদাতুল কারী, (৯৭) ইরশাদুস সারী, (৯৮) ফতহুল মুলহিম, শরহে মুসলিম (৯৯) শরহে নববী, (১০০) শরহে তিরমিযী, (১০১) আওনুল মা'বুদ, (১০২) বযলুল মাযহুদ, (১০৩) মিরকাত, (১০৪) আশয়াতুল লুময়াত, (১০৫) লুময়াত, (১০৬) শরহুত ত্বীবী, (১০৭) তালিকুছ ছবীহ, (১০৮) মুযাহিরে হক্ব, (১০৯) কিতাবুত তানবীর ফি মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযির, (১১০) সুবুলুল হুদা ফী মাওলিদিল মুস্তফা, (১১১) দুররুর মুনাযযাম, (১১২) হাবীউল ফতওয়া, (১১৩) মাওলুদুল কবীর, (১১৪)

ইশবাউল কালাম, (১১৫) মাওয়াহিবুল লাদুননিয়া, (১১৬) আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম, (১১৭) খাছায়িছুল কুবরা, (১১৮) ওসায়িল ফী শরহিশ শামায়িল, (১১৯) রিসালায়ে মওদুদ, (১২০) মাছাবাতা বিস সুন্নাহ, (১২১) মাকতুবাত শরীফ, (১২২) হাক্বীক্বতে মুহম্মাদী ও মীলাদে আহমদী, (১২৩) মজমুয়ায়ে ফতওয়া। ইত্যাদি সহ প্রায় ৪০৫০ টি কিতাব। যা দিয়ে তাদেরকে দলীলের কবর দেয়া যাবে মাটির প্রয়োজন হবে না।

হাত তুলে মুনাজাত সুন্নত হিসাবে একশত শহীদের মর্যাদা তার সংক্ষিপ্ত দলীল সমূহঃ

এক নজরে হাত তুলে মুনাজাতের অকাট্য দলীলসমূহ দেখে নিন :

(১) সুরা বাক্বারা-১৮৭ নং আয়াত। (২) সুরা মু'মিন ৬০ নং আয়াত "উদউউনী আসতাজিব লাকুম" অর্থ- তোমরা আমাকে ডাক বা দোয়া কর আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব বা কবুল করব। এখানে হাত তুলে ডাকা বা দোয়া কর ঐভাবে প্রতিষ্ঠিত হিসাবে প্রমাণিত হয়- যেভাবে সুরা বাক্বারায় আল্লাহ্ পাক বলেছেন- "কুলূ ওয়াশরাবু" তোমরা খাও এবং পান কর।" এখানে আল্লাহ্ পাক ডান হাত দিয়ে তুলে মুখ দিয়ে খাও- এ কথা বলেন নি তার পরে ও নির্বোধ জ্ঞানহীন চতুষ্পদ জন্তু তথা গরু, ছাগল সরাসরি মুখ লাগিয়ে দিয়ে খায় এবং পান করে? আর জ্ঞানী মানুষ ডান হাত দিয়ে তুলে মুখ দিয়ে খেয়ে ও পান করে থাকেন। যদিও কুরআন শরীফে শুধু খাও ও পান কর শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক বলেছেন "আমাকে ডাক" বা দোয়া কর কথাটি হাদীস শরীফ এবং জ্ঞানের মাধ্যমে হাত তুলে আল্লাহ পাককে ডাকার পর হাত দিয়ে মুখ মছেহের মধ্য দিয়ে দোয়া শেষ করতে হয়। খাবার সামনে রেখে মনে মনে যেমন খাওয়া যায় না হাত দিয়ে মুখে দিতে হয় তেমনি মনে মনে দোয়া হয় না অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে হাত তুলে দোয়া-মুনাজাত করাই সুন্নত। উপরোক্ত আয়াত দুটি খন্ডন করার জন্য মুনাজাত বিরোধীরা পারবে কি একটি আয়াত পেশ করতে? যার অর্থ "তোমরা আমাকে ডেকনা তথা মুনাজাত করো না।" কারণ কুরআন শরীফের আয়াতকে নাছেখ আয়াত দিয়েই খন্ডন করতে হবে। মুখের কথা দিয়ে নয়। মুনাজাতের এমন আয়াত থাকার পরেও মুনাজাতের বিরোধীতা করার অর্থই হচ্ছে পবিত্র কুরআন অস্বীকার করা যা প্রকাশ্য বেঈমানী বা কুফরী। (পবিত্র সূরা আহযাব ৩৬ ও সূরা নিসা ৬৫ আয়াত শরীফ) এ সম্পর্কে অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরিফ রয়েছে। যেমন-

وقال ابو موسى ﷺ دعا النبى ﷺ ثم رفع يديه (بخارى شريف)

অর্থঃ- "হযরত আবু মু'সা ﷺ বলেন, অত:পর সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামূল মুরসালীন হুজুরে পাক ﷺ উভয় হাত মুবারক উঠায়ে দোয়া করলেন।" (বোখারী শরীফ সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

عن ابى امامة ﷺ قال قيل يا رسول الله ﷺ اى الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات. (ترمذى شريف)

অর্থঃ- হযরত আবু ইমামা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো- কোন্ দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন। উত্তরে হুজুরে পাক ﷺ বললেন, "শেষ রাতের দোয়া আর ফরজ নামাজের পরের দোয়া কবুল হয়।" (তিরমীযী শরীফ সহ অসংখ্য সহীহ হাদিসের কিতাব এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় এলাউস সুনান কিতাবে উল্লেখ রয়েছে)

عن انس بن مالك ﷺ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فى الدعاء.)مسلم شريف ج١ صفه ٢٩٣، فتح الملهم ج٢ صفه ٤٤٢)

অর্থঃ- হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, "আমি হুজুরে পাক ﷺ কে উভয় হাত মোবারক উঠায়ে দোয়া করতে দেখেছি।" (মুসলিম শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ২৯৩, ফতহুল মুলহিম ২য় জিঃ পৃঃ ৪৪২) সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ

وعن سائب بن يزيد عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه (بيهقى، مشكوة صفه ١٩٦)

অর্থঃ- হযরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ ﷺ হতে বর্ণিত- "নিশ্চয় সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক ﷺ যখন মুনাজাত করতেন, তখন উভয় হাত মোবারক উঠাতেন। অতঃপর (মুনাজাত শেষে) উভয় হাত মোবারক দ্বারা নিজ মুখমন্ডল মসেহ্ করতেন। (বায়হাক্বী শরীফ, মিশকাত শরীফ পৃঃ ১৯৬ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ) অনুরুপভাবে-(৩) তিরমিযী শরীফ (৪) মিছবাহুল লুগাত (৫) শরহে মুসলিম (৬) লুমআত (৭) মিশকাত (৮) আশয়াতুল লুমআত (৯) মুযাহিরে হক্ব (১০) আল বাইয়্যিনাত (১১) আল ইহসান (১২) মুছনাদে আব্দুর রাজ্জাক (১৩) মুস্তাদরিকে হাকিম (১৪) কিতাব আল আছার (১৫) মুসনাদি আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লহি আলাইহি (১৬) ফিকহে আকবর (১৭) মিরকাত ১/১৮৯ পৃঃ (১৮) কবিরী ১/২৫১ (১৯) আনওয়ারে কুদসিইয়াহ্ (২০) ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ২/২৬ পৃঃ (২১) ফতহুল মুলহীম ২/৪০৭ পৃঃ (২২) মুজাহিরে হক ১/৭০ পৃঃ (২৩) মুসলিম

শরীফ (২৪) শরহে বুখারী ফতহুল মুবিন (২৫) হাশিয়ায়ে মিশকাত (২৬) ফতওয়ায়ে শামী (২৭) ইশবাউল কালাম (২৮) আছমাউল লুগাত (২৯) হুসনুল মাকাছেদ (৩০) ফতহুল ক্বাদীর (৩১) মুছান্নিফ ইবনি আবি শায়বাহ্‌ (৩২) আল মওজুআতুল কবির (৩৩) তাদরীবুর রাবী ১/২৯৯ পৃঃ, (৩৪) ইলাউস সুনান ১/৫৯ পৃঃ (৩৫) মিশকাত ১/৩০ পৃঃ, (৩৬) নূরুল আনওয়ার (৩৭) সুরা আরাফ-৩ (৩৮) সুরা আরাফ-১৫৭ (৩৯) সুরা হাশর-৭ (৪০) আবু দাউদ (৪১) বজলুল মাজহুদ (৪২) শরহিল মানার (৪৩) মানার (৪৪) সুরা নিছা-১১৫ (৪৫) ইবনুছ ছালাহ (৪৬) সুরা হাশর-২ (৪৭) সুরা বাকারা-১৪৩ (৪৮) তাফসীরে আহমদী (৪৯) সুরা আলে ইমরান-১১০ ১৫৯ (৫০) সুরা শুরা-৩৮ (৫১) ইবনে মাযাহ-৩৯৫০ (৫২) মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/১৭৮ (৫৩) মুসলিম ২/১২৮ (৫৪) তিরমিযী-২১৬৭ (৫৫) আররি সালাহ্‌ ১/৪৭১, (৫৬) আহকামুল কুরআন ১/২৮১ (৫৭) সুনানুদ দারিমী ১/৫৮, (৫৮) ত্বহাবী শরীফ ১/৩৬ (৫৯) তাফসীরুল কুরআন ১/৫৫৫ পৃঃ (৬০) তাফঃ রুহুল বয়ান (৬১) তাফঃ মাযহারী (৬২) তাফঃ আবু সাউদ (৬৩) তাফঃ কবীর (৬৪) তাফঃ ইবনে আব্বাস ﷺ (৬৫) তাফঃ মাদারিক (৬৬) তাফঃ মায়ানিউত তানযীল (৬৭) তাফঃ কুরতুবি (৬৮) তাফঃ খাযেন (৬৯) তাফঃ দুররে মানছুর (৭০) তাফঃ কাশশাফ (৭১) তাফঃ বায়জাবী (৭২) তাফঃ বাগবী (৭৩) বুখারী-৭৩১৫ (৭৪) ত্বাবাক্বতে ইবনে সাদ ৩/১৩৬ (৭৫) দারিমী (৭৬) সহীহ বুখারী ৮/৬৩৯-৬৪০ (৭৭) বুখারী ৮/৭২০ (৭৮) উমদাতুল ক্বারী (৭৯) ফয়জুল বারী (৮০) ফতহুল বারী (৮১) আবু দাউদ ২/১৯৪ (৮২) ইরশাদুশ শারী (৮৩) আইনী (৮৪) তাফঃ আবি সাউদ ৮/১০৮ (৮৫) তাফঃ আবি সাউদ ৩/৩১৯ (৮৬) সুরা নিছা-৫৯ (৮৭) আল ইশফাক আলাল আহকাম (৮৮) আকাইদে নছফী (৮৯) জামিউর রুমুজ (৯০) ফতওয়ায়ে আলমগিরী (৯১) মিশকাত ১/১৬৮ (৯২) বুখারী ২/৯৬৩ পৃঃ (৯৩) কিতাবুল আযকার ১/৮ (৯৪) সুরা বাক্বারা-১১১ (৯৫) সুরা নমল-৬৪ (৯৬) সুরা বণী ইসরাঈল-৭১ (৯৭) সুরা তওবা-১১৯ (৯৮) সুরা নিছা-৬৯ (৯৯) সিহামুল ইছাবাহ্‌ (১০০) ইবনে আসাকীর (১০১) ইলাউস সুনান (১০২) ইবনে মাজাহ্‌ (১০৩) তাফঃ আজিজী (১০৪) তাফঃ মায়ারিফুস সুনান (১০৫) তিরমিযী ২/৪৭ (১০৬) বায়হাকী (১০৭) কাজী খান ১/৫০৭ (১০৮) রুদ্দুল মুহতার ১/৭৪ (১০৯) আহসানুল ফাতওয়া ৩ খন্ড/৫৭ পৃঃ (১১০) মিশকাত ১/১৯৫ পৃঃ (১১১) বুখারী ২/৯৩৮ (১১২) বুখারী ১/১৬১ (১১৩) তাইসিরুল বারী ৮/২৩২ (১১৪) ফতহুল বারী (১১৫) তাইসিরুল বারী ২/৯৮ (১১৬) মুছান্নিফ ইবনি আবি শায়বাহ্‌ ২/৪৮৬ (১১৭) মিশকাত ১/১৩১ (১১৮) তুহফাতুল আহ ওয়াযী ১/১২৮ (১১৯) মুসলিম ১/২৯৩ (১২০) নাসঈ ১ম খন্ড/২২৪ পৃঃ (১২১) আবু দাউদ ১/১৭২ (১২২) দায়লামী ১/২২৫ (১২৩) তানজিয়াতুশ শরীয়ত ২/৩১৬ (১২৪) মিশকাত ১/২১৯ (১২৫) মিশকাত ১ খ./১৯৬ (১২৬) তানজিমুল আশতাত ১ খ./৩১৮ (১২৭) মুছান্নাফ ২/৪৮৬ (১২৮) আবি শায়বাহ্‌ ২/৪৮৬ (১২৯) মিশকাত

১-১৯৫ (১৩০) মিশকাত ১/১৯৬ (১৩১) অন্য হাদীস মিশকাত ১/১৯৬ (১৩২) উমরের ছেলের বর্ণনা মিশকাত ১/১৯৬ (১৩৩) হাশিয়ায়ে মিশকাত ১/১৯৬ (১৩৪) উমদাতুল ক্বারী ৬/২৩৮ (১৩৫) তালিকুছ ছবীহ্ ৩/৫৩ (১৩৬) তালিকুছ ছবীহ্ ৩/৫৬ (১৩৭) আশআতুল লুমআত ২/১৭৬ (১৩৮) তানজিমুল আশতাত ৩/১৪৫ (১৩৯) মুজাহিরে হক্ব ২/২৪৩ (১৪০) মুজাহিরে হক্ব ২/২২৫পৃঃ (১৪১) রুদ্দুল মুহতার ১/৪৭৪ (১৪২) শরহুল হাছীন (১৪৩) রেসালাহ্ ১/৪ (১৪৪) লাওয়াকিহুল আনওয়ার ১/৭২৯ (১৪৫) মিরকাতুল মাছাবীহ্ ৫/৪৭ (১৪৬) তিবরানী (১৪৭) আল আওসাত (১৪৮) মাজমাউয যাওয়ায়িদ (১৪৯) মিশকাত ১/১৯৬ (১৫০) মিশকাত ১/১৯৫ (১৫১) তাইসিরুল বারী ১/২৩৩ (১৫২) মিশকাত এর অন্যান্য হাদীসসমূহ (১৫৩) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী ১/২৩৩ (১৫৪) অন্য বর্ণনার আবু দাউদ (১৫৫) মিরকাত শরহে মিশকাত অন্য বর্ণনা (১৫৬) অন্য বর্ণনায় আবু দাউদ (১৫৭) কিতাবুল আযকার (১৫৮) অন্য বর্ণনা দুররুল মুখতার (১৫৮) হিসনে হাসীন (১৬০) দারুল উলুম দেওবন্দ ২ খ./১৯৯, খারেজী মৌলভীদের মুরুব্বী আশরাফ আলী থানভীর কিতাব ও আজিজুল ফতওয়ার কিতাবে রয়েছে "ফরজ নামাজের পর ও আযানের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত সহীহ্ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। জাহিল মূর্খ ও পাগল ছাড়া কেউই মুনাজাতের বিরোধীতা করতে পারে না।" অনুরূপ ৫০০টি দলীল হাত তুলে মুনাজাতের পক্ষে রয়েছে কলেবর বেড়ে যাবে বলে সংক্ষেপ করা হলো।

হক্ব ফুরফুরা সিলসিলাভূক্ত সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ এবং টাঙ্গাইল করটিয়া আহমদাবাদ হক্ব ও সুন্নতি দরবার শরীফ হতে বগুড়া সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতি গবেষণা কেন্দ্র-মসজিদে কু'বার খতিব আলহাজ্ব ড. মুফতি মুহাম্মাদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকীকে সকল ত্বরিক্বার খেলাফত দান ঃ

প্রিয় সালিক বা মুরিদ

আলহাজ্ব ড. মুফতি মুহম্মাদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দিকীকে ইসলামী শরীয়তের দলীল-পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে শরীয়ত, তরীক্বত, হাক্বিকত-মারেফত, ইলমে ফিকাহ্, ইলমে তাসাউফ, ইলমে জাহির ইলমে বাতীনে পরিপূর্ণতা লাভ করে হক্ব তরিক্বতের একজন অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে মহান আল্লাহ্ পাক উনার রহমতে তিনি নিজেকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার কারণে ড. মুফতি মুহম্মাদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দিকীকে মুর্শিদে কামিল-মুকাম্মিল ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মহান আল্লাহ্ পাক এবং রাসূল পাক ﷺ উনাদের মহব্বতে ক্বদরীয়া, চিশতীয়া, নখশবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া আলীয়া এবং সকল তরিকার মূল তরীকায়ে মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ﷺ তথা সকল তরীক্বার মুবারক খেলাফতের খেরকা তথা চাদর প্রদান করা হল।

অদ্য হতে তিনি যে কোন ব্যক্তি/পুরুষ/মহিলাকে পর্দার সাথে বাইয়াতের মধ্য দিয়ে মুরিদ তৈরী করে আল্লাহ্‌ পাক ও রাসূল ﷺ উনার হক্ব পথ দেখাতে পারবেন এবং মহান আল্লাহ পাক ও রসূল পাক ﷺ উনাদের মোবারক এজাজতে যে কোন পুরুষকে খেলাফত দান করতে পারবেন।

পীর সাহেব কেবলা
হক্ব ফুরফুরা সিলসিলাভুক্ত-সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ এবং টাঙ্গাইল আহমাদাবাদ
হক্ব ও সুন্নতি দরবার শরীফ টাঙ্গাইল, ঢাকা।

সিদ্দিক্বীয়া কুরআন হাদীস সুন্নী সংস্থা তথা সিদ্দিক্বীয়া দরবার শরীফের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

উহা ফিতনা, ফাসাদ, জঙ্গিবাদ, ও সন্ত্রাস বিরোধি সত্যের সন্ধান দিয়ে প্রত্যেক মহিলা-পুরুষকে সুন্নতী পর্দার মধ্যদিয়ে মহান আল্লাহ পাক উনার সন্তষ্টির পথে পরিচালিত করে ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও পর্দাসহ সত্তিকারের ইসলামে গ্রহণ যোগ্য হানাফী মাযহাব ভিত্তিক ও হক সুন্নতী তরিক্বত ভিত্তিক সকল সঠিক আমল আকিদা শিক্ষা দিয়ে দেশ, জাতি, সমাজ, পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী, মা-বাবা, ভাই-বোন সহ সকল আপন জন এবং নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উপকার সাধনের সঠিক দিক নির্দেশনা দানকারী একটি সুন্নতি সংস্থা। আর এই সুন্নতি সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের লেবেলে কোনো জঙ্গিপনা, সন্ত্রাসীপনা করা যাবে না। দেশ, জাতীর ও ইসলামের সামান্যতমও ক্ষতি বা ফেৎনা ফাছাদ সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ এই দরবারের সাথে সম্পৃক্ত ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দিকী উনার কোন মুরিদ বা অনুসারি যুক্ত হতে পারবে না। এরকম কোন কাজের অথবা কোন জঙ্গি সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্তির কোন প্রমাণ উনার কোন মুরিদের কার্যক্রমে পাওয়া গেলে সাথে সাথে তাকে অত্র গবেষণা কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমাদের লক্ষ্য আমরা কুরআন, সুন্নাহ্‌, ইজমা, কিয়াস ভিত্তিক ও সুন্নতের ভিত্তিতে সত্তিকারের ইসলাম নিজেরা মানব অন্যকে দাওয়াতের মাধ্যমে মানানোর চেষ্টা করব। দেশ, জাতী ও ইসলামের উপকার করার চেষ্টা করব। কারো কোন ক্ষতি করব না। আমরা সুদ-ঘুষ, জেনা, চুরি-ডাকাতি-খুন, জঙ্গীপনা, হরতাল, লংমার্চ, প্রানীর ছবি, ভিডিও, টিভি, গান-বাজনা, মদ, জুয়া, গাজা, হিরোইন, ইয়াবা, বিড়ি, সিগারেট, গুলসহ সকল হারাম কাজ ছেড়ে দেব ও দলীয় স্বার্থের নেশায় মত্ত না হয়ে আমরা সকলেই আজীবন খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতী নিয়মে দাওয়া'ত ভিত্তিক সুন্নতী খেলাফত কায়েম করা এবং আল্লাহর খালিছ অলী হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আজীবন চালিয়েই যাব। ইনশা-আল্লাহ্‌ ।

এ দরবারের মুরিদদের অবশ্য করণীয় কাজ বা অজীফা ঃ স্মরণীয় যে, 'পাস আনফাস' তথা সদা-সর্বদা শ্বাস ছাড়তে আল্লাহ্ শ্বাস নিতে আল্লাহ্ যিকির জারী ও সকাল-রাতে ১০০ করে ২০০ বার (কমের পক্ষে) 'দরূদ শরীফ' পাঠে অভ্যস্থ হলে পরবর্তী সবক্বের জন্যে অজীফা শরীফ-উনার মূল কিতাব নিজ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার নিকট থেকে সংগ্রহ করতঃ দাগীয়ে নিতে হবে। এক ত্বরীক্বার সালিক মুর্শিদ ক্বিবলার অনুমতি ব্যতীত অন্য ত্বরীক্বার ওযিফা বা সবক্ব আদায় করতে পারবে না। সালিকগণকে নিজ ত্বরীক্বার পরবর্তী সবক্ব আদায় বা সবক্ব পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই মুর্শিদ ক্বিবলার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এবং প্রতি সপ্তাহে কমের পক্ষে জুমআর নামাজে যোগ দিয়ে একদিন সোহবত নিতে হবে তথা দেখা করতে হবে। আর দূরের হলে দূরত্ব ভেদে মাসে এক জুম'আ বার জুম'আ নামাজে দেখা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, অত্র সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ সুন্নতি গবেষণা কেন্দ্র মসজিদে কু'বায় প্রতি বছর পবিত্র রমদ্বনুল মুবারকের ২১ শে রাত হতে ঈদের রাত ফজর পর্যন্ত মসজিদে জাগরণের মধ্য দিয়ে শব-ই-ক্বদর তালাশের উদ্দেশ্যে ইতিকা'ফ উনার ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া প্রতি বছর ১১ই রবিউল আওয়াল শরীফ বাদ যোহর হতে ১২ই রবিউল আওয়াল শরীফ ফজর পর্যন্ত পবিত্র ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে সারারাত্রি ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দেওয়া হয়। ১৪ই শা'বান দিনগত রাত মাগরীব হতে ফজর পর্যন্ত পবিত্র শব-ই-বরাত উপলক্ষে, রজব মাসের প্রথম জুময়া রাত লাইলাতুর রগাইব উপলক্ষে এবং ২৬ শে রজবুল হারাম শরীফের বাদ মাগরীব থেকে অর্ধরজনী পর্যন্ত পবিত্র শব-ই-মে'রাজ উপলক্ষ্যে ইবাদত-বন্দেগী নামাজ, যিকির, মিলাদ, কিয়াম, দোয়া ও ইসলামী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। অত্র মসজিদে প্রতি দিন বাদ ফজর ও বাদ ইশা এবং প্রতি শুক্রবার বাদ ইশা হালকায়ে যিকির মিলাদ শরীফ কিয়াম শরীফ এবং মোনাজাতের ব্যবস্থা করা হয়। অত্র অনুষ্ঠানগুলোতে এবং নিজ মুর্শিদ ক্বিবলার প্রত্যেকটি মাহফিলে প্রত্যেক সালেক বা মুরিদ যোগদান করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করলে দুনিয়া ও আখেরাতের সমূহ কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করতে পারবে। আমার সকল মুরিদ পুরুষ/মহিলা দিনরাতে ফজর, জোহর, আছর, মাগরিব ও ইশা তথা ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত সহ ইশরাক, চাশত, যাওয়াল, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদ নফল নামাজ আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। রমজানের ফরজ রোযা সহ শাওয়ালের ছয়টি ও প্রতি মাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখ اَيَّامِ بِيْضْ রাখারও চেষ্টা করতে হবে। ফরজ যাকাত আদায় সহ জীবনে একবার হলেও ফরজ হজ্ব ও ওমরা পালন করতে হবে। চার টুকরা বিশিষ্ট দলীল সম্মত সুন্নতী টুপি, গুটলীওয়ালা সুন্নতী নেছফুস সাক গোল কোণাবন্ধ কোর্তা বা জামা সহ সব সময় সুন্নতের রংয়ে রঙ্গীন থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। প্রতিদিন

একবার হলেও পবিত্র কুরআন শরীফ ও আমার লেখা কিতাব পড়তে হবে এবং দিনে রাতে একবার বাসায় পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে মীলাদ-কিয়াম করার চেষ্টা করতে হবে। নবীজি পাক ﷺ কে আমাদের মত, বড় ভাইয়ের মত, মাটির মানুষ ইত্যাদি কুফরী আক্বিদা না রেখে তাঁকে সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ হায়াতুন্নবী ﷺ ও নূর নবী ﷺ আক্বীদা পোষণ করতে হবে।

একনজরে সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফের মুরীদদের আমল সমূহ এবং মুরীদদের প্রতি কিছু উপকারী উপদেশ ঃ

১. আমলে কখনো অলসতা করবেন না।

২. বড়দের, মুরব্বীদের, হক্কানী অলী ও আলেমদের, মা-বাবার সম্মান ও মুহাব্বত অন্তরে রাখবেন। এক পীরের মুরিদ হয়ে আরেক "হক্ব পীরের দুশমনী করলে মহান আল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।" বুখারী ২/৯৬৩

৩. কারো সাথে অতি রাগ করবেন না। বিশেষ করে নিজের অধীনস্ত পরিবার-পরিজন, সন্তানাদির সাথে।

৪. কারো সাথে দূর্ব্যবহার করবেন না। মারা-মারি, গাল-মন্দ ইত্যাদি ফাসাদ থেকে দূরে থাকবেন। নম্র ভাষায় সত্যের দাওয়াত দিবেন। মেমোরীর একটি ওয়াজ পার করে দিয়ে হলেও সত্যের দাওয়াত দিবেন।

৫. কেউ আন্তরিকভাবে দাওয়াত দিলে তা ফিরিয়ে না দেওয়া।

৬. জানাজার নামাযে শরিক হওয়া।

৭. কোন রোগীর খোঁজ পেলে তাকে দেখতে যাওয়া বা সেবা করা।

৮. প্রতিবেশীর হক্ব আদায় করবেন। ভাল ব্যবহার করে সত্যের দাওয়াত দিবেন।

৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

১০. মা-বাবা বেঁচে থাকলে তাদের সেবা করা, তারা ইন্তেকাল করে থাকলে তাদের জন্য দুয়া করা।

১১. হালাল রুজি কামাই করা স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, শশুর-শাশুড়ীর হক্ব আদায় করা ফরজ ও সুন্নত হিসাবে এক শত শহীদের মর্যাদা।

১২. প্রত্যেক নামাজের পর-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ -

সাতবার করে পড়বেন। মৃত্যু পর্যন্ত সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ মহান আল্লাহ পাক ভাল রাখবেন। অন্যান্য আমলের জন্য আমার ফতওয়ার কিতাবের সূচীপত্র পড়লেই পেয়ে যাবেন। ইনশা-আল্লাহ্‌

১৩. সম্ভব হলে রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করা।

১৪. হজ্ব ফরজ হয়ে থাকলে তা দ্রুত আদায় করা হজ্ব ফরজ না হলে হজ্বের ইরাদা করা। এজন্য দোয়া করা এবং অর্থ সংগ্রহে আন্তরিক হওয়া।হজ্বে বা ওমরা গমন কারীকে সাধ্যানুযায়ী হাদিয়া দেওয়া।

১৫. যাকাত ফরজ হয়ে থাকলে কোনো অভিজ্ঞ আলেম দিয়ে হিসাব করিয়ে আদায় করা।

১৬. রমজানের ফরজ রোজা আদায় করা। রমজানের কোন রোযা কাযা হলে বা মান্নতের রোযা থাকলে তা আদায় করা।

১৭. প্রতি মাসে আমলের অবস্থা মুর্শিদ ক্বিবলা কে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে বা সরাসরি জুমআ নামাজে সোহবতে এসে অবহিত করা ও প্রতি ৪১ দিন পরপর সবক পাল্টিয়ে নেয়া।

১৮. প্রতি আরবি মাসের ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখতে চেষ্টা করা।

১৯. জুমার দিন আসর নামাজের পর বেশী-বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করা এবং মাগরিবের আগেই মসজিদে প্রবেশ করে দোয়ায় লিপ্ত হওয়া।

২০. দিনে রাতে ৭ বার করে সূরা ফালাক ও সূরা নাছ পাঠ করবে। সকল জাদু টোনা থেকে মহান আল্লাহ্ পাক রক্ষা করবেন।

২১. মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করা, বিশেষ করে জুমার দিন।

২২. প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে চেষ্টা করা।

২৩. সম্ভব হলে প্রতিদিন না হলে সপ্তাহে একদিন না হলে মাসে একদিন না হলে বছরে একদিন না হলে জীবনে একবার হলেও (জুমার দিন হলে ভাল হয়) 'সলাতুত তাসবীহ' আদায় করা। ইহাতে ক্বলব্ নরম ও গুনাহ্ মাফ হবে।

২৪. জুমার দিন নখ, অবাঞ্চিত লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করা এবং উত্তমরুপে গোসল করে দ্রুত মসজিদে যাওয়া।

২৫. জুমার দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা। ইহাতে শত্রুর শত্রুতা ও বিপদাপদ হতে আল্লাহ্ পাক রক্ষা করবেন।

২৬. রাতে ঘুমানোর পূর্বে সামান্য সময় আত্মসমালোচনা করা। গুনাহ্ হয়ে থাকলে তওবা করা। উল্লেখিত আমলসমূহ যদি সব গুলো করা সম্ভব হয় তবে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া করবে। আর সব আদায় না হলে আগামি দিনের জন্য তাওফিক কামনা করবেও প্রচেষ্টা করবে।

২৭. ইশার নামাযের পর দেরি না করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া, যাতে করে তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

২৮. মাগরিবের নামাযের পর 'আওয়াবিনের নামায' আদায় করা।

২৯. সারাদিন সব সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে 'আল্লাহু-আল্লাহ' যিকির করতে থাকা।

৩০. প্রতিদিন কিছু না কিছু দান করা বা কাউকে কিছু হাদিয়া দেওয়া বা খাওয়ানো। ফকির যে রকমই হোক না কেন তাকে ফিরিয়ে না দেওয়া।

৩১. প্রতিদিন আমার ফতওয়ার কিতাবের যেকোন অংশ একবার হলেও পাঠ করা।

৩২. প্রতিদিন সুবিধা মত সময়ে হাদিস শরীফ থেকে কিছু হাদিস পাঠ করা।

৩৩. প্রতিদিন সুবিধা মত সময়ে পবিত্র কুরআন শরীফের কিছু অংশ পাঠ করা।

৩৪. সব সময় অযু অবস্থায় থাকতে চেষ্টা করলে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হবে না।

৩৫. প্রতিদিন ইশরাক, চাশত ও যাওয়ালের নামায পড়তে চেষ্টা করা।

৩৬. ফজরের নামাজের পর ঘুমানো উচিত নয়। প্রয়োজন হলে ইশরাক ওয়াক্তের পর ঘুমানো। বেলা উঠা পর্যন্ত দরুদ ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা।

৩৭. খতম দেওয়ার নিয়তে প্রতিদিন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। সর্বনিম্ন ৩০ দিন সর্বোচ্চ ৪০ দিনের মধ্যে ১ খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করা।

৩৮. ফজরের নামাযের পর প্রতিদিন সূরা ইয়াসিন পাঠ করা।

৩৯. প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর একবার আয়াতুল কুরসি এবং ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ্' ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ্' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করা।

৪০. ফরয নামাযের পূর্বে ও পরের সুন্নত ও নফল আদায় করা।

৪১. দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে হক্ব ইমামের পিছনে খুশু-খুযুর সাথে আদায় করা।

৪২. প্রতিদিন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে চেষ্টা করা, সকল কাজ সুন্নত মতো করা এবং সকল বিদ'আত, হারাম ও কুফরী পরিহার করা।

৪৩. প্রতিদিন সকাল এবং রাতে ১০০ বার করে ২০০ বার দরূদ শরীফ ও আস্তাগফিরুল্লাহ্ পাঠ করবে। ইশা নামাযের পরে যে ব্যক্তি

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

৩ বার পাঠ করবে তার সমুদ্রের ফেনা রাশির মত গুনাহ থাকলেও মহান আল্লাহ পাক তা মাফ করে দিবেন। (সহীহ বুখারী সহ অসংখ্য হাদীস শরীফ)

৪৪. পরিবারের সদস্যগণকে নিয়ে হলেও প্রতিদিন রাতে একবার হলেও দরুদ-ছালাম তথা মিলাদ-কিয়াম পাঠ করলে সদা সর্বদা রহমত শান্তি ও বরকত নাযিল হবে।

৪৫. সদা সর্বদা সুন্নতের নিয়মে চলার চেষ্টা করতে হবে।

৪৬. অধীনস্ত মেয়েদেরকে শান্তি ও হেকমতের সাথে পর্দায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। নিজেও পরনারীর সংশ্রব ত্যাগ করবে।

৪৭. মিথ্যা, ছলচাতুরী, চুরি, ডাকাতি, খুন, দেশ-জাতি-ইসলামের ক্ষতি, ছবি, ভিডিও, টিভি, গান, বাজনা, সুদ-ঘুষ, জেনা, জঙ্গীপনা, নেশাদ্রব্য ও বেপর্দাসহ সকল হারাম কাজ ছাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

৪৮. ফজরের সুন্নতের পরে ৪১ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করতে পারলে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের কষ্ট হতে মহান আল্লাহ্ পাক তাকে হেফাজত করবেন। (অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফ)

৪৯. ফজর ও মাগরিবের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করতে পারলে ৭০ হাজার ফেরেশতা দিন রাত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করবেন।

পরিশেষ ঃ আমলগুলো সঠিকভাবে করতে পারলে ও সত্যের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে ইনশা-আল্লাহ্ আল্লাহর অলী হয়ে কবরে যাওয়া সম্ভব হবে।

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী পীর সাহেব আলহাজ্ব ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দিকী উনার ক্বাদরিয়া ত্বরীক্বার শাজরা শরীফ তথা নবীজি ﷺ উনার কানেকশন ঃ

১. **ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনিবীন, রহমাতুল্লীল আলামীন, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ ﷺ।**

২. **ইলাহী বহুরমতে আমিরুল মু'মিনীন আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু ؓ।**

৩. **ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুনা ইমাম হাসান ؓ।**

৪. **ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুনা ইমাম হুসাইন ؓ।**

৫. ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৬. ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুনা ইমাম বাকীর রহমতুল্লাহি আলাইহি ।

৭. ইলাহী বহুরমতে ইমাম জা'ফর ছাদিক রহমতুল্লাহি আলাইহি ।

৮. ইলাহী বহুরমতে ইমাম মূসা কাযিম রহমতুল্লাহি আলাইহি ।

৯. ইলাহী বহুরমতে ইমাম আলী রিযা রহমতুল্লাহি আলাইহি ।

১০. ইলাহী বহুরমতে ইমাম শায়খ মা'রূফ কারখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১১. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আবুল হাসান সার্‌রী সাক্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১২. ইলাহী বহুরমতে খাজা সাইয়্যিদুত্ ত্বায়িফা জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৩. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আবূ বকর শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৪. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আব্দুল আযীয বিন হারিছ তামিমী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৫. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ বিন আব্দুল আযীয রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৬. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আবুল ফার্‌রাহ মুহাম্মদ তারতুসী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৭. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আবুল হাসান হাক্‌কারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৮. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আবূ সাঈদ মুবারক মখতুমী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৯. ইলাহী বহুরমতে ইমামে রব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, গাউছুল আ'যম, সাইয়্যিদুল আওলিয়া, শায়খ সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদির জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি ক্বাদিরিয়া ত্বরীক্বার ইমাম। সকলের নিকট তিনি বড় পীর সাহেব গাউছুল আ'যম নামে মশহুর।**

২০. ইলাহী বহুরমতে শায়খ সাইয়্যিদ আব্দুর রয্‌যাক রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২১. ইলাহী বহুরমতে শায়খ শরফুদ্দীন কাত্তাল রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২২. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৩. ইলাহী বহুরমতে শায়খ বাহাউদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৪. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আক্বীল রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৫. ইলাহী বহুরমতে শায়খ শামসুদ্দীন সাহ্‌বাই রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৬. ইলাহী বহুরমতে শায়খ গাদায়ে রহমান আউয়াল রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৭. ইলাহী বহুরমতে শায়খ সামসুদ্দীন আরিফ রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৮. ইলাহী বহুরমতে শায়খ গাদায়ে রহমান ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৯. ইলাহী বহুরমতে শাহ্ ফাদ্বীল রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩০. ইলাহী বহুরমতে শাহ্ কামাল কায়থালী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩১. ইলাহী বহুরমতে শাহ্ সিকান্দার কায়থালী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩২. ইলাহী বহুরমতে আফদ্বালুল আওলিয়া, ইমামে রব্বানী, ক্বাইয়ূমে আউয়াল, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমদ ফারূক্বী সিরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার ইমাম। তিনিই হযরত বড় পীর ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার খেরকা মুবারক শাহ সিকান্দার কায়থালী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার মারফত প্রাপ্ত হয়েছেন।**

৩৩. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আদম বিন নূরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩৪. ইলাহী বহুরমতে শায়খ সাইয়্যিদ আব্দুল্লাহ আকবরাবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩৫. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৬. ইলাহী বহুরমতে রঈসুল মুহাদ্দিছীন, মুজাদ্দিদে মিল্লাত,শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৭. ইলাহী বহুরমতে শায়খুল মাশায়িখ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৮. ইলাহী বহুরমতে আমিরুল মু'মিনীন, মুজাদ্দিদে যামান, শাহ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৯. ইলাহী বহুরমতে কুতুবুল আকতাব মাওলানা শাহ ছুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপূরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৪০. ইলাহী বহুরমতে ওয়াসিল বিল্লাহ্, আশিক্বে রসূলিল্লাহ্, কুতুবুল ইরশাদ মুবারক, মাওলানা শাহ ছুফী ফাতেহ আলী বর্ধমানী ওয়ায়েসী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তাঁকে রসূলে নোমা বলা হয় কারণ তিনি আল্লাহর রহমতে** রাসুল ﷺ **উনার যিয়ারত মোবারক করিয়ে দিতে পারতেন।**

৪১. **ইলাহী বহুরমতে আমিরুশ শরীয়ত ওয়াত্ ত্বরীক্বত, মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল আলম, শাহ ছুফী আলহাজ্জ আব্দুল্লাহীল মা'রূফ মুহম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক্বী আল কুরাঈশী ফুরফুরাবী** রহমতুল্লাহি **আলাইহি।**

৪২. ইলাহী বহুরমতে, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত, আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ মুহাম্মদ ছদরুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি। (যশোরী)

৪৩. ইলাহী বহুরমতে শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ মুহাম্মদ আব্দুল খালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ছতুরা হক্ব দরবার শরীফ বি বাড়ীয়া।

৪৪ ইলাহী বহুরমতে শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি ফরাজীকান্দী হক্ব দরবার শরীফ মতলব চাঁদপুর।

৪৫ **ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে** রাসুল ﷺ **ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল আলহাজ্ব মুহাম্মদ বজলুর রহমান দামাত বারকাতহুমুল আলীয়া আহমাদাবাদ হক্ব দরবার শরীফ টাঙ্গাইল, ঢাকা।**

৪৬. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আলহাজ্ব ড. মুফতী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী। সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র-মসজিদে কু'বা কলেজ রোড বগুড়া, শহর বগুড়া।

ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী উনার চিশতিয়া ত্বরীক্বার শাজরা শরীফ তথা নবীজি ﷺ উনার কানেকশন

১. ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, শাফিউল মুজনিবীন, রহ্‌মাতুল্লীল আলামীন, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ।
২. **ইলাহী বহুরমতে আমিরুল মু'মিনিন আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু** رضي الله عنه
৩. ইলাহী বহুরমতে ইমাম হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৪. ইলাহী বহুরমতে শায়খ ওয়াহিদ বিন যায়িদ রহমতুল্লাহি আলাইহি ।
৫. ইলাহী বহুরমতে শায়খ ফুযাইল ইবনে আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৬. ইলাহী বহুরমতে শায়খ ইব্‌রাহীমবিন আদ্‌হাম বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৭. ইলাহী বহুরমতে শায়খ হুযাইফা মারয়াশী রহমতুল্লাহি আলাইহি ।
৮. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আমীনুদ্দীন হুরায়রা বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৯. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আবূ ইব্‌রাহীম ইসহাক্ব মামশাদুদদীনারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১০. ইলাহী বহুরমতে খাজা আবূ ইসহাক্ব শামী চীশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১১. ইলাহী বহুরমতে খাজা আবূ আহমদ আব্দাল চীশতী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১২. ইলাহী বহুরমতে খাজা আবূ মুহম্মদ চীশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৩. ইলাহী বহুরমতে খাজা নাছিরুদ্দীন আবূ ইউসুফ চীশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৪. ইলাহী বহুরমতে খাজা কুতুবুদ্দীন চীশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৫. ইলাহী বহুরমতে খাজা হাজী শরীফ জিন্দানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৬. ইলাহী বহুরমতে খাজা উসমান হারূনী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৭. ইলাহী বহুরমতে সুলত্বানুল হিন্দ, খাজায়ে খাজেগাঁ, গরীবে নেওয়াজ, হাবীবুল্লাহ, খাজা মুঈনুদ্দীন চীশ্‌তী আজমীরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি চীশ্‌তীয়া ত্বরীকার ইমাম। তিনিই খাজা ছাহেব নামে মাশহুর।**

১৮. ইলাহী বহুরমতে কুতুবুয যামান খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৯. ইলাহী বহুরমতে খাজা ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২০. ইলাহী বহুরমতে সুলত্বানুল আওলিয়া মাহবূবে ইলাহী খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২১. ইলাহী বহুরমতে খাজা আঁখি সিরাজুদ্দীন উসমান আওদাহী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২২. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আলাউল হক্ব রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৩. ইলাহী বহুরমতে শায়খ নূর কুতুবে আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৪. ইলাহী বহুরমতে শায়খ হুস্‌সামুদ্দীন মানিক পুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৫. ইলাহী বহুরমতে শায়খ রাযী হামিদ শাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৬. ইলাহী বহুরমতে শায়খ হাসান বিন ত্বাহির রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৭. ইলাহী বহুরমতে শায়খ ক্বাযী খান আবূ ইউসুফ নাছিহী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৮. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আব্দুল আযিয রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৯. ইলাহী বহুরমতে শায়খ নাজমুল হক্ব রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩০. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আব্দুল আযিয রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩১. ইলাহী বহুরমতে শায়খ কুতুবুল আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩২. ইলাহী বহুরমতে শায়খ শাহ রাফীউদ্দীন মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩৩. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩৪. ইলাহী বহুরমতে রঈসুল মুহাদ্দিছীন, মুজাদ্দিদে মিল্লাত,শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩৫. ইলাহী বহুরমতে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩৬. ইলাহী বহুরমতে আমীরুল মু'মিনীন, মুজাদ্দিদে যামান, শাহ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩৭. ইলাহী বহুরমতে কুতুবুল আকতাব শাহ ছুফী নূর মুহম্মদ নিজামপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩৮. ইলাহী বহুরমতে ওয়াসিল বিল্লাহ্, আশিক্বে রসূলিল্লাহ্, কুতুবুল ইরশাদ মুবারক, শাহ ছুফী ফাতেহ আলী বর্ধমানী ওয়ায়েসী রহমতুলাহি আলাইহি।

* তাঁকে রসূলে নোমা বলা হয়। কারণ তিনি আল্লাহর দয়ায় রাসুল ﷺ উনার যিয়ারত মুবারক করিয়ে দিতে পারতেন।

৩৯. **ইলাহী বহুরমতে আমিরুশ শরীয়ত ওয়াত্ ত্বরীক্বত, মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল আলম, শাহ ছুফী আলহাজ্জ আব্দুল্লাহিল মা'রূফ মুহম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক্বী ফুরফুরাবী** রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৪০. ইলাহী বহুরমতে শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ মুহাম্মদ আব্দুল খালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ছতুরা হক্ব দরবার শরীফ বি বাড়ীয়া। তিনি আবু বকর সিদ্দিকী ও ছদরুদ্দীন যশোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা দুই জন থেকেই খেলাফত পেয়েছেন। এজন্য এখানে ছদরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার নাম বাদ দেয়া হয়েছে।

৪১. ইলাহী বহুরমতে শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি ফরাজীকান্দী হক্ব দরবার শরীফ মতলব চাঁদপুর।

৪২. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল আলহাজ্ব মুহাম্মদ বজলুর রহমান দামাত বারকাতহুমুল আলীয়া আহমাদাবাদ হক্ব দরবার শরীফ টাঙ্গাইল, ঢাকা।

৪৩. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আলহাজ্ব ড. মুফতী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী। সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র-মসজিদে কু'বা কলেজ রোড বগুড়া শহর বগুড়া।

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী পীর সাহেব আলহাজ্ব ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দিকী উনার নাকশ্‌বন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার শাজরা শরীফ

[নকশ্‌বন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া দু'ত্বরীক্বা মিলে নকশ্‌বন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বা হয়েছে]

১. ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, শাফিউল মুজনিবীন, রহমাতুল্লীল আলামীন, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ ﷺ।

২. ইলাহী বহুরমতে খলীফাতু রসূলিল্লাহ, আফদ্বালুন্ নাস বা'দাল আম্বিয়া আবু বকর সিদ্দীক্ব ؓ

৩. ইলাহী বহুরমতে ছাহিবু রসূলিল্লাহ্ সালমান ফারসী ؓ

৪. ইলাহী বহুরমতে ইমাম ক্বাসিম বিন মুহম্মদ বিন আবু বকর রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৫. ইলাহী বহুরমতে ইমাম জা'ফর ছাদিক রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৬. ইলাহী বহুরমতে ইমাম মূসা কাযিম রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৭. ইলাহী বহুরমতে ইমাম আলী রিযা রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৮. ইলাহী বহুরমতে শায়খ মা'রুফ কারখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৯. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আবুল হাসান সার্‌রী সাক্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১০. ইলাহী বহুরমতে খাজা সাইয়্যিদুত্‌ ত্বায়িফা জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১১. ইলাহী বহুরমতে খাজা আবূ আলী রোদবারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১২. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আবুল ক্বাসিম নাসিরাবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৩. ইলাহী বহুরমতে আবূ আলী দাক্‌কাক রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৪. ইলাহী বহুরমতে ইমাম আবুল ক্বাসিম কুরাইশী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৫. ইলাহী বহুরমতে খাজা আবূ আলী ফারমুদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি হযরত আবুল হাসান খারকানী রহমতুল্লাহি আলাইহি হতেও খিলাফত পেয়েছেন। আবুল হাসান খারকানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, সুলতানুল আরিফীন খাজা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার খলীফা।**

১৬. ইলাহী বহুরমতে খাজা আবূ ইউসুফ হামাদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৭. ইলাহী বহুরমতে খাজায়ে জাহাঁ হযরত আব্দুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৮. ইলাহী বহুরমতে খাজা আরিফ রেওগারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৯. ইলাহী বহুরমতে খাজা মাহমূদ আনজীর ফাগনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২০. ইলাহী বহুরমতে খাজা আযীযানে আলী রামিতানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২১. ইলাহী বহুরমতে খাজা মুহাম্মদ সাম্মাসী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২২. ইলাহী বহুরমতে খাজা সাইয়্যিদ আমীর কুলাল রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৩. ইলাহী বহুরমতে খাজায়ে খাজেগাঁ, ইমামুশশরীয়ত ওয়াত তরীক্বত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি নকশ্‌বন্দিয়া তরীক্বার ইমাম।**

২৪. ইলাহী বহুরমতে খাজা আলাউদ্দীন আত্তার রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৫. ইলাহী বহুরমতে খাজা ইয়া'কুব চরখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৬. ইলাহী বহুরমতে খাজা উবায়দুল্লাহ্ আহরার রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৭. ইলাহী বহুরমতে খাজা মুহাম্মদ যাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৮. ইলাহী বহুরমতে খাজা দরবেশ মুহাম্মদ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৯. ইলাহী বহুরমতে খাজা মুহম্মদ আমাকাংগী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩০. ইলাহী বহুরমতে খাজা বাকী বিল্লাহ্ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩১. ইলাহী বহুরমতে আফদ্বালুল আওলিয়া, ইমামে রব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়েখ আহমদ ফারূক্বী সিরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার ইমাম। তিনি নকশ্‌বন্দিয়া ত্বরীক্বাকে এতদূর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন যা নতুন রূপ লাভ করে, পরবর্তী সময়ে তা মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বা নামে মাশহুর হয়। এই ত্বরীক্বাকে নকশ্‌বন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বাও বলা হয়।**

৩২. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আদম বিন নূরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩. ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদ আব্দুল্লাহ আকবরবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৪. ইলাহী বহুরমতে শায়খ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫. ইলাহী বহুরমতে রঈসুল মুহাদ্দিছিন, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, শাহ ওয়ালীউল্লাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৬. ইলাহী বহুরমতে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৭. ইলাহী বহুরমতে আমিরুল মু'মিনীন, মুজাদ্দিদে যামান, শাহ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৮. ইলাহী বহুরমতে কুতুবুল আকতাব মাওলানা শাহ ছুফী নূর মুহম্মদ নিজামপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৯. ইলাহী বহুরমতে ওয়াসিল বিল্লাহ, আশিক্বে রসূলিল্লাহ, কুতুবুল ইরশাদ মুবারক, শাহ ছুফী ফাতেহ আলী বর্ধমানী ওয়ায়েসী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তাঁকে রসূলে নোমা বলা হয়। কারণ তিনি মহান আল্লাহর দয়ায়** রাসুল ﷺ **উনার যিয়ারত মুবারক করিয়ে দিতে পারতেন।**

৪০. ইলাহী বহুরমতে আমিরুশ শরীয়ত ওয়াত্ ত্বরীক্বত, মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল আলম, শাহ ছুফী আলহাজ্জ আব্দুল্লাহিল মা'রূফ মুহম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক্বী ফুরফুরাবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৪১. ইলাহী বহুরমতে শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ মুহাম্মদ আব্দুল খালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ছতুরা হক্ব দরবার শরীফ বি বাড়ীয়া। তিনি আবু বকর সিদ্দিকী ও ছদরুদ্দীন যশোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা দুই জন থেকেই খেলাফত পেয়েছেন। এজন্য এখানে ছদরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার নাম বাদ দেয়া হয়েছে।

৪২. ইলাহী বহুরমতে শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি ফরাজীকান্দী হক্ব দরবার শরীফ মতলব চাঁদপুর।

৪৩. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল আলহাজ্ব মুহাম্মদ বজলুর রহমান দামাত বারকাতহুমুল আলীয়া আহমদাবাদ হক্ব দরবার শরীফ টাঙ্গাইল, ঢাকা।

৪৪. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আলহাজ্ব ড. মুফতী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী। সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র মসজিদে কু'বা কলেজ রোড বগুড়া শহর বগুড়া এবং মুহাম্মাদীয়া সিদ্দিকীয়া সুন্নীয়া মাদরাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মসজিদ তারাকুল আদর্শপাড়া।

এক নজরে অতি সংক্ষিপ্তাকারে কামিল মুর্শিদ বা শায়খ-উনার নিকট বাইয়াত হওয়া ফরজ হওয়ার অকাট্য দলিলসমূহ

যেহেতু কামিল মুর্শিদ বা ওলীগণের ছোহ্বত লাভ করা বা তাঁদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফেই বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই উহা নামাজ রোজার ন্যায়ই ফরজ।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ –

অর্থঃ " হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর এবং ছদেক্বীন বা সত্যবাদীগণের (অলীগণের) সঙ্গী হও।" **(পবিত্র সূরা তওবা/আয়াতশরীফ ১১৯)**

উপরোক্ত আয়াত শরীফে ছদিক্বীন দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যাঁরা জাহির বাতিন, ভিতর-বাহির, আমল-আখলাক, সীরত-ছুরত, ক্বওল-ফে'ল সর্বাবস্থায় সত্যের উপর ক্বায়েম রয়েছেন। অর্থাৎ যাঁরা ইলমে ফিক্বাহ্ ও ইলমে তাছাউফে তাকমীলে (পূর্ণতায়) পৌছেছেন। এক কথায় যাঁরা আল্লাহ্ পাক উনার মতে মত এবং আল্লাহ্র রসূল, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খতামুন্নাবিয়্যীন, রাসুল ﷺ উনার পথে পথ হয়েছেন এবং সর্বদা আল্লাহ্ পাক উনার যিক্রে মশগুল। অর্থাৎ যাঁরা কামিল পীর বা মুর্শিদ, তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং হুজুর ﷺ পর্যন্ত যাদের শাজরার সিরিয়াল নং রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে বলেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ–

অর্থ ঃ "আপনি নিজেকে তাঁদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যাঁরা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁদের রবকে ডাকে (অর্থাৎ যিক্র করে) তার সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য।" **(পবিত্র সূরা কাহ্ফ/আয়াতশরীফ ২৮)**

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক উনার সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য ক্বল্বী যিক্র করেন, তাঁর অনুসরণ ও ছোহ্বত এখতিয়ার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে আরো বলেন-

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু হয়েছে, তাঁর পথকে অনুসরণ কর।" (পবিত্র সূরা লুক্বমান/আয়াতশরীফ ১৫)

এখানে ছদিকীন বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা সত্যের উপরে নিজে আমল করতে এবং অন্যের নিকটে প্রকাশ করতে কাউকে ভয় পান না বা দলীয় স্বার্থে কোনো অর্থ ও ইজ্জতের লোভের চিন্তা করেন না। আর সেই ভয় ও চিন্তা কেবল মাত্র হক্বানী ওলী আওলীয়াদেরই থাকে না। যেমন- মহান আল্লাহ্ পাক বলেন-

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ–

(১০ নং পবিত্র সূরা ইউনুস, আয়াত শরীফ-৬২, ১১ নং পারা)

কামিল মুর্শিদের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে আরো ইরশাদ মুবারক করেন-

مَنْ يَّهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا–

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পাক যাঁকে হিদায়েত দান করেন, সে-ই হিদায়েত পায়। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর মধ্যে দৃঢ় থাকে, তার জন্য কোন ওলীয়ে মুর্শিদ (কামিল পীর) কখনোই পাবেন না। বা পাওয়া সম্ভব নয়। (পবিত্র সূরা কাহফ/ আয়াতশরীফ ১৭)

অর্থাৎ যারা কামিল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হয়না, তারা পথভ্রষ্ট। কারণ তখন তাদের পথ প্রদর্শক হয় শয়তান। যেমন মহান আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ–

অর্থ : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র যিকির হতে গাফিল থাকে তার জন্য একজন শয়তান নিযুক্ত হয়ে যায়, যে তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করে এবং ভাল কাজ থেকে দূরে সরে রাখে। (পবিত্র সূরা যুখরুফ, আয়াত শরীফ-৩৬) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সুলতানুল আরেফীন, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি, সাইয়্যিদুত্ ত্বায়েফা, জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহি আলাইহি সহ সকল হক্কানী অলীগণ নিজ নিজ কিতাবে বলেন যে-

مَنْ لَّيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ شَيْطٰنٌ

অর্থ ঃ "যার কোন শায়খ বা মুর্শিদ নেই, তার মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক হলো শয়তান।" (ক্বওলুল জামীল, নুরুন আলা নূর, তাছাউফ তত্ত্ব ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব)

আর শায়খ বা মুর্শিদের গুরুত্ব সম্পর্কে ছহীহ হাদীস শরীফে ইরশাাদ মুবারক হয়েছে-

اَلشَّيْخُ لِقَوْمِهٖ كَالنَّبِيِّ فِيْ اُمَّتِهٖ

অর্থ ঃ "শায়খ মুর্শিদ তাঁর ক্বওমের মধ্যে অদ্রূপ, যেরূপ নবী আলাইহিস্ সালাম তাঁর উম্মতের মধ্যে।" (দায়লামী, মকতুবাত শরীফ সহ অসংখ্য সহীহ হাদীছ শরীফ)

অর্থাৎ নবী ﷺ উনাদের দ্বারা নবুয়তের মাধ্যমে যেরূপ উম্মতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সর্বক্ষেত্রে ইছলাহ্ লাভ হয়, সেরূপ শায়খ বা মুর্শিদের দ্বারাও বেলায়েতের মাধ্যমে মুরীদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সর্বক্ষেত্রে ইছলাহ্ লাভ হয়। সুবহানাল্লাহ্।

অতএব, নবী আলাইহিস্ সালাম উনার উম্মত না হয়ে যেরূপ হিদায়েত লাভ করা যায়না, নবুয়তের দরজা বন্ধ হওয়ার পর আখেরী রসূল ﷺ উনার তরীক্বায় তদ্রুপ বেলায়েতের মুর্শিদ বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত না হয়েও ইছলাহ্ বা পরিশুদ্ধতা লাভ করা যায় না। বরং শয়তানী প্রবঞ্চনায় পড়ে গোমরাহীতে নিপতিত হওয়াই স্বাভাবিক।

আর এ কারণেই জগদ্বিখ্যাত আলেম, আলেমকূল শিরমনি, শ্রেষ্ঠতম মায্হাব, হানাফী মায্হাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামুল আ'যম, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

لَوْ لَا سَنَتَانِ لَهَلَكَ اَبُوْ نُعْمَانَ

অর্থ ঃ (আমার জীবনে) যদি দু'টি বৎসর না আসতো, তবে আবু নু'মান (আবূ হানীফা) ধ্বংস হয়ে যেত।" (সাইফুল মুকাল্লিদীন, ফতওয়ায়ে ছিদ্দীকিয়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব)

অর্থাৎ আমি আবূ হানীফা যদি আমার শায়খ বা পীর ছাহেব ইমাম বাকের ও ইমাম জা'ফর ছদিক রহমতুল্লাহি আলাইহিমা-উনাদের নিকট বাইয়াত না হতাম, তবে আমি ধ্বংস বা বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম। মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র সূরা ফাত্হ্ ১০নং আয়াত শরীফে বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ–

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা অর্থাৎ সাহাবাগন ﷺ আপনার হাত মোবারকে হাত রেখে বাইয়াত তথা বিক্রি হয়েছে তারা যেন আমার কুদরতি হাত মোবারকে হাত রেখে বাইয়াত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ্।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তি কোন কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেবের- নিকট বাইয়াত না হবে, তার পক্ষে শয়তানী প্রবঞ্চনা ও বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেবের নিকট বাইয়াত হওয়া ব্যতীত ক্বল্বে যিক্র জারী করা অসম্ভব। আর ক্বল্বে যিক্র জারী করা ব্যতীত শয়তানী ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয় এবং প্রশান্ত হৃদয়ে বা হুজুরি ক্বালবে কোন ইবাদতই সম্ভব নয়। তাই পরিশুদ্ধতা লাভ করার জন্য বা ক্বলবে যিক্র জারী করার জন্য অবশ্যই একজন কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেবের নিকট বাইয়াত হতে হবে।

আর তাই এ যাবত পৃথিবীতে যত ইমাম-মুজতাহিদ ও আওলিয়া-ই-কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম আগমন করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন একজন মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হয়েছেন এবং তাঁদের স্ব স্ব কিতাবে মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করাকে কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল সাপেক্ষে ফরজ বলেছেন। এমনকি সেহাহ্ সিত্তার সম্মানিত লেখকগণ তথা ইমাম বুখারী, মুসলিম,তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ এবং নাসাঈ রহমতুল্লাহি আলাইহিমগণও বাইয়াত হয়েছেন (মাকতুবাত শরীফসহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব) যেমন- মাহ্বুবে সুবহানী, কুতুবে রব্বানী, ইমামুল আইম্মা, বড় পীর আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব "সিররুল আসরারে" লিখেন-

وَلِذَا اِلَيْكَ طَلَبُ اَهْلِ التَّلْقِيْنِ لِحَيَاةِ الْقُلُوْبِ فَرْضٌ

অর্থ ঃ "ক্বলব জিন্দা করার জন্য অর্থাৎ অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য "আহলে তালক্বীন" তালাশ করা বা কামিল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা ফরজ।" অনুরূপ ফতহুর রব্বানীতেও উল্লেখ আছে। তদ্রুপ হুজ্জাতুল ইসলাম, ইমাম গাজ্জালী

রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিশ্ব সমাদৃত কিতাব ক্বিমিয়ায়ে সায়াদাতে, ক্বাইউমুয্ যামান মুজাদ্দিদে আল্ফে সানী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মাকতুবাত শরীফে, আওলাদে রসূল, আশেক্বে নবী, আহ্মদ কবীর রেফাঈ রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অল বুনিয়ানুল মুশাইয়্যাদ কিতাবে উল্লেখ করেন যে, "অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য বা ইল্মে তাছাউফ অর্জন করার জন্য একজন কামিল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া ফরজ।" অনুরূপ তাফসীরে রুহুল বয়ান, রুহুল মায়ানী ও কবীরে উল্লেখ আছে।

মূলতঃ কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেব মুরীদের অন্তর পরিশুদ্ধ করতঃ মহান আল্লাহ্ পাক উনার খাছ নৈকট্য লাভ করানোর এক বিশেষ উছীলা বা মাধ্যম।

এজন্যই মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে নির্দেশ করেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় কর এবং আল্লাহ্ পাক-উনার নৈকট্য লাভ করার জন্য উছীলা তালাশ (গ্রহণ) কর।" (পবিত্র সূরা মায়িদা/ আয়াতশরীফ ৩৫)

এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় "তাফসীরে রুহুল বয়ানে" উল্লেখ আছে যে-

اَلْوُصُوْلُ لَا يَحْصِلُ اِلَّا بِالْوَسِيْلَةِ وَهِىَ الْعُلَمَاءُ الْحَقِيْقَةُ وَمَشَائِخُ الطَّرِيْقَةُ

অর্থ ঃ "উছীলা ব্যতীত আল্লাহ্ পাক-উনার নৈকট্য লাভ করা যায়না। আর উক্ত উছীলা হচ্ছেন হাক্বীক্বী আলেম বা তরীক্বতপন্থী কামিল মুর্শিদগণ।" মহান আল্লাহ্ পাক বলেন-

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ হে মুমিনরা তোমরা মহান আল্লাহ্ পাক, রাসুল পাক ﷺ এবং হক্বানী আলেম তথা ওলী আওলীয়াদের আদেশ নির্দেশ মেনে নাও। (পবিত্র সূরা নিসা, আয়াত শরীফ-৫৯)

কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, অন্তর পরিশুদ্ধ করা ও হুজুরী ক্বল্ব অর্জন তথা কমপক্ষে বেলায়েতে আমুল খাছ হাছিল করার জন্য জরুরত আন্দাজ ইল্মে তাছাউফ অর্জন করা যেরূপ ফরজ, তদ্রুপ একজন হক্কানী কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেবের নিকট বাইয়াত হওয়াও ফরজ।

কারণ মহান আল্লাহ্ পাক উনার প্রতিটি আদেশ পালন করা ফরজহেতু নামাজ রোজার ন্যায়ই বাইয়াত তথা হক্বানী ওলীর কাছে মুরিদ হওয়াও কুরআন সুন্নাহর আদেশ হিসেবেই ফরজ। যেহেতু উহা ও উনারই আদেশ মুবারক। আর উহার

বিরুধীতা কারিরা কুরআন সুন্নাহ অস্বীকার কারি বেঈমান ও বাতিল ফিরক্বাহ্। উল্লেখ্য যে, যদি শুধু কুরআন হাদিস মানলেই চলতো তাহলে সাহাবাগণ ﵃ উনারা কুরআন হাদিস মানার পরেও হুজুর পাক ﷺ উনার হাত মুবারকে আবার উনার ইন্তেকালের পরে আবু বক্কর, উমার ﵄ উনাদের হাতে হাত রেখে বায়আত হতেন না। যেহেতু উল্লেখিত আবু দাউদ শরীফের ৪৫৭৯ নং হাদীস-كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً - এর ভিত্তিতে সাহাবাদের ﵃ মতের সাথে মিল হলে জান্নাতী না মিললে জাহান্নামী ঘোষিত হয়েছে সে হিসেবে সাহাবাগণ ﵃ মিলাদ কিয়াম, ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ পালন, হাত তুলে মুনাজাত ইত্যাদি আমল করা সহ বায়আতও হয়েছেন, নবীজিকে নূর নবী ﷺ বলেছেন, আমাদের মত, বড় ভাইয়ের মত বা মাটির মানুষ বলেননি, ছবি ভিডিও, টিভি, হরতাল, লংমার্চ, জঙ্গীপনা, সন্ত্রাসীপনা ইত্যাদি হারাম কাজ কে ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে প্রচার করেননি এক কথায় ঐ আমল গুলো উনারা করেননি হিসাবে উনাদের সকল আমল আক্বিদার সাথে আমাদের মিল রয়েছে বিধায় আমরা হক্ব তথা জান্নাতী ফেরকার সাথে সম্পৃক্ত জাহান্নামী বাতীল বাহাত্তর ফেরকাহ্ থেকে আমরা মুক্ত। আলহামদুলিল্লাহ্। আর ভারত-পাকিস্থান, বাংলাদেশে শাহ্ জালাল, শাহ্ পরান, মঈনুদ্দিন চিশতী রহমতুল্লাহি আলাইহিম গণ নামক পীরগণ হিন্দুদেরকে কলেমা পড়িয়ে মুসলিম না বানাইলে কোন পীর বিরোধী মৌলোভী, মুফতী, শায়খ, মুফাসসির বা দলই মুসলিম দাবী করার সুযোগ থাকতো না বরং সকলেই হিন্দুর সন্তান হিন্দু নামে পরিচিত হতো।

মাযহাব মানা এবং বাইয়াত হওয়া ফরজ হেতু ইমাম বুখারী সহ সিহাহ সেত্তার সকল ইমাম মাযহাব মেনেছেন ও বাইয়াত হয়েছেনঃ

চার মাযহাব এসেছে খইরুল কুরুনে আর মাযহাব অস্বীকারকারী ওহাবী মাযহাব তথা লা-মাযহাবী তথা বর্তমানে আহলে হাদীস দাবীদার মতবাদ এসেছে নবীজি ﷺ উনার সাড়ে বার শত বৎসর পর বৃটিশ আমলে। বৃটিশ খৃষ্টানগণ এবং দুইজন হিন্দু হরিচাঁদ ও লাল চাঁদ ওহাবী মাযহাব চালু করে (ওহাবী মাযহাবের ইতিহাস বই দলীল)

তাইতো ইমাম বুখারী সহ সিহাহ সেত্তার সকল ইমাম এবং চার মাযহাবের সম্মানিত ইমাম গণ সকলেই মাযহাব মেনেছেন এবং মাযহাব মানা ও বাইয়াত হওয়া কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল সাপেক্ষেই ফরজ প্রমান করেছেন এবং হক্কানী অলীদের নিকটে বায়আত তথা মুরীদও হয়েছেন। ওহাবী তথা লা-মাযহাবীদের ভ্রষ্ট চিন্তাধারায় যদি মাযহাব মানা ও বাইয়াত হওয়া শেরেক, বেদয়াত হয় তাহলে

বুখারী, মুসলীম, তিরমীযি, ইবনে মাযাহ, আবুদাউদ এবং নাসাঈ তথা সিহাহ্ সিত্তাহর কিতাব তারা কিভাবে দলিল হিসেবে গ্রহণ করবে? কারণ তাদের ভাষায় মুশরিকদের কোনো কিতাবতো দলিল হয় না। নাউযুবিল্লাহ্

এক নজরে মাযহাব মানা ও বায়আত হওয়ার সংক্ষিপ্ত দলীল সমূহ :

তাফ: কবির, খাযেন, ফতহুল আযীয, জরীর তাবারী, বাগবী, ইনসাফ, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, সায়ে ক্বাতুল মুসলিমীন, ইয়াম্বু, তাইসীরুল উসুল, ইকমাল, ইবনে খালক্বান, হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী, তাবয়ীনুল মাহারিম, নূরুল আনওয়ার, ইক্দুল জ্বিহাদ, হাদায়েক্বে হানাফীয়া, তুহ্ফাতুল মাছউল, মাদারিজুন নবুয়ত, নূরুল আনওয়ার, সাইফুল মুকাল্লিদীন, ইসনা আশারীয়া, আহকামুল কুরআন জাস্সাস, তাফ: কুরতুবী, মাকতুবাত শরীফ, ফতহুরব্বানী, গুনিয়াতুতত্বলীবীন, কিমিয়ায়ে সায়াদাত, ইহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন, তাফ: রুহুল বয়ান, ছিররুল আছরার, জামীউল উসুল, মুছাল্লামুসসুবুত, দুররুল মুখতার, ফত: আমিনীয়া, ফত: সিদ্দিকীয়া ইত্যাদি প্রায় ৫০০ টিরও বেশী দলীল।

বাইয়াত হওয়া ফরজ কুরআনের দলীল: পবিত্র সুরা তওবা-১১৯ পবিত্র সুরা নিছা-৫৯, পবিত্র সুরা ফাতিহা ৬, পবিত্র সুরা নিসা ৬৯ আয়াত। পবিত্র সুরা বনি ইসরাইল-৭১, পবিত্র সুরা ক্বাহাফ ১৭ ও ২৮, পবিত্র সুরা লোকমান ১৫, পবিত্র সুরা মায়েদা ৩৫ পবিত্র সুরা আনআম ৭৯, পবিত্র সুরা ইউনুস-১০৫, পবিত্র সুরা নহল-১২০, পবিত্র সূরা হজ্জ-৩১, পবিত্র সূরা রুম-২১, (হানীফ), কওলুল জামীল, নূরুন আলানূর, তাসাউফ তত্ব, তাফ: কবির, বুনিয়ানুল মুশাইয়াদ পবিত্র সুরা, ফাত্হ্ আয়াত শরীফ ১০ (বায়আত) ইত্যাদি সহ প্রায় ৫৫০ টিরও বেশী দলীল।

হানাফী মাযহাবের নামকরণ হানাফী হওয়ার কারণ : পবিত্র কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য অকাট্য দলিল সাপেক্ষে এবং অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাবের দলীল সাপেক্ষে প্রমানিত হয়েছে যে ওহাবীরা তথা লা-মাযহাবী ভাইয়েরা নবীজি পাক ﷺ উনার প্রায় সাড়ে বারো শত বৎসর পরে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী, হরিচাঁদ, লালচাঁদ ও বৃটিশদের দ্বারা নতুন আবিষ্কৃত বাতিল ও বেদআতি দল হইয়াও তাহারা হক দল দাবী করিয়া মিথ্যা আত্নপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। সত্য পন্থী হানাফীদের উপরে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়া দিয়া বলিয়া থাকে যে হানাফীরা হাদীস শরীফ অনুসরণ না করিয়া আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি কে অনুসরণ করিয়া থাকেন। নায়ুযুবিল্লাহ। ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার নাম আবু নু'মান বিন ছাবিত হওয়ার পরে ও পবিত্র কুরআন শরীফের হুকুম "তোমরা ইবরাহীম ﷺ উনার হানীফ সম্প্রদায়কে অনুসরণ কর। যারা হানীফ-তারা কখনই মুশরিক নয়" পবিত্র সূরা হজ্জ-৩১, পবিত্র সূরা নহল-১২০, পবিত্র সূরা ইউনুছ-১০৫ ও পবিত্র সূরা

আনআম-৭৯নং আয়াত সহ অসংখ্য আয়াতে কারীমার হানীফা শব্দের সহিত আমল আকীদায় পূর্ণ মিল থাকার কারনে ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার মাযহাবের নামকরণ হয় হানাফী মাযহাব । সুবহানাল্লাহ্ । মুসনাদে আবু হানিফা, কিতাব আল-আছার ইত্যাদিসহ প্রায় ২০টি নির্ভরযোগ্য কিতাব)

সম্মানিত জ্ঞানী পাঠক! হানাফীদের সকল আমল গুলোর জন্য উপরোক্ত হাদীস শরীফগুলো সহ অসংখ্য হাদীস শরীফ ও কুরআন শরীফের আয়াতশরীফই দলীল হিসাবে মউজুদ রহিয়াছে কলেবর বাড়িয়া যাইবে বলিয়া সামান্য কয়েকটিই দেয়া হইল। ফেকাহের কিতাব ব্যবহার করিলে তো প্রত্যেক বিষয়ে একেকটি পৃথক পৃথক বই হইয়া যাইবে।

তরীকার দরুদ পাঠে সতর্কবাণী

ইশা ও ফজর নামাজের পরে যিনি যে তরিকায় রয়েছেন সেই তরিকার দরূদ শরীফ যেন কোন তরীক্বার মুরীদের কখনো ক্বাযা না হয়, সেদিকে প্রত্যেক তরীক্বার সালেকগণ বিশেষ খেয়াল রাখবে। অসুস্থতার, কারণে যদি বসে পড়া সম্ভবপর না হয় তবে শুয়ে পড়বে। বিশেষ কারণবশতঃ যদি কোনদিন ছুটে যায়, তবে ক্বাযা পড়ে নিবে নতুবা ফায়দা পাবেনা।

এখান থেকে ক্বাদরীয়া ত্বরীক্বার বিস্তারিত ছবক পর্যন্ত সকল ত্বরীকার ছালিকগণ অবশ্যই পড়তে ও আমল করতে হবে।

ক্বাদরীয়া ত্বরীক্বার সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক ওযীফা শরীফ

ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল

আলহাজ্জ ড. মুফতী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী

সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র মসজিদে কু'বা ছয়তলা বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে ২২ তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে, গোরস্থান, কলেজ রোড বগুড়া শহর বগুড়া।

উল্লেখ্য, ইবাদত বন্দিগীর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক উনার মহব্বত-মা'রিফত হাছিল করার জন্যে বান্দাকে তার যাহির ও বাতিন ইছলাহ করে নিতে হবে। এজন্য যিনি আল্লাহ্ পাক উনার সত্যিকারের ওলী তাঁর ছোহবত ইখতিয়ার করতঃ তাঁকে ইতায়াত বা অনুসরণ করে সুন্নত অনুসারে চলার কোশেশ করা এবং তাঁর নিকট বাইয়াত হয়ে ত্বরীক্বা মুতাবিক ক্বল্‌বী যিকির ও অন্যান্য সবক্ব আদায়ের মাধ্যমে ইখলাছ হাছিল করা প্রত্যেক বান্দার জন্য ফরয। মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ –

"হে মুমিনগণ মহান আল্লাহ্ পাককে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদী আল্লাহ্ ওয়ালাদের সাথী হয়ে যাও।" পবিত্র সূরা তওবা-১১৯ ও وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ পবিত্র সূরা নিছা-৫৯ আয়াত শরীফ।

আয় আল্লাহ্ পাক! আমাদের সকলকে এ ফরয পালনের তওফীক দান করুন, আমীন।

পাস আনফাস যিকির

সকল ত্বরীক্বার সালিকগণ সকল সময় সর্বাবস্থায় এই যিকির করতে থাকবে। এই যিকির শ্বাস প্রশ্বাস খেয়ালের সাথে করতে হয়। নাক দিয়ে শ্বাস ফেলবার সময় لَا اِلٰهَ (লা-ইলাহা) এবং ভিতরে শ্বাস টানবার সময় اِلَّا اللّٰهُ (ইল্লাল্লাহ্) খেয়াল করবে। অথবা শ্বাস ফেলতে আল্লাহ্ এবং শ্বাস নিতে আল্লাহ্ অথবা শ্বাস নিতে আল্লাহ্ আর শ্বাস ফেলতে "হু" শব্দ খেয়াল করবে। উল্লেখ্য, সকল ত্বরীক্বার সালিকগণ পাস আনফাস যিকির করতে হবে। এ যিকির করার সময় কোনো প্রকার জোড় জবরদস্তি করবে না। চলা-ফিরা, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া সহ সব সময় সর্বাবস্থায় এ যিকিরের খিয়াল রাখবে। সজাগ অবস্থায় সব সময় অনুরূপ যিকির খিয়ালের সাথে করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলার ফজলে ও করমে ঘুমিয়ে থাকার সময়ও এ যিকির চলতে থাকবে। এর ফলে ধীরে ধীরে সালেকের দিল থেকে বন্দীনের মহব্বত কমে যাবে এবং আল্লাহ্ পাক উনার মহব্বত বাড়তে থাকবে এবং গায়েবী মদদ তথা সাহায্য নাজিল হয়ে দুনিয়াতে শান্তি, মৃত্যুর সময় কলেমা নছিব ও আখেরাতে মহান আল্লাহ্ পাক উনার সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে জান্নাত লাভ হবে। সুবহানাল্লাহ্।

ত্বরীক্বার দরূদ শরীফ পাঠ করার পূর্বে সকল ত্বরীক্বার সালিকগণ নিমোক্ত নিয়মে ছওয়াব রেসানী করে নেবে।

সকল ত্বরীক্বার ছোয়াব রেসানী করার নিয়ম

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

(১) ইস্‌তিগ্‌ফার তিনবার- অথবা সাতবার পাঠ করবে।
উচ্চারণ- আস্তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিং কুল্লি যাম্বিউঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।
অথবা

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লাহাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুমু ওয়াআতুবু ইলাইহি। (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)

(২) আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্ শরীফ সহ পবিত্র সূরা ফাতিহা (আল্হামদু শরীফ) তিনবার অথবা একবার।

(৩) বিসমিল্লাহ সহ পবিত্র সূরা ইখলাছ (কূল হুয়াল্লাহ শরীফ) ১০ বার অথবা তিনবার এবং

(৪) ইশার নামাযের পরে ত্বরীক্বার যে দরূদ শরীফ পড়া হয়, সেই দরূদ শরীফ একবার বিসমিল্লাহ্ শরীফ সহ ১১ বার অথবা পাঁচবার পড়ে মুনাজাত করবে।

বিঃদ্রঃ- সকল ত্বরীক্বার সালিক বা মুরিদগণ অজীফার আগে এবং ছোয়াব রেসানীর পরে নিমোক্ত ভাবে মোনাজাত করবে।

মুনাজাত ঃ আয় আল্লাহ্ পাক! আমি যা কিছু পড়লাম তাঁর ছওয়াব আপনার হাবীব হুযুর পাক ﷺ উনার খিদমতে, তাঁর আল-আওলাদ, আযওয়াজ ও আছহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) গণের খিদমতে, তামাম আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম ও সকল তরীক্বার আওলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিমগণের খিদমতে পৌঁছে দিন এবং তাঁদের রুহানী ফয়েজের ওসীলায় আপনার খাছ মারিফত ও মহব্বত আমাদের সকলকে নছীব করুন। আর হুযূর পাক ﷺ উনার সুন্নত পালনের মধ্যে দিয়ে আপনার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মৃত্যু পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার তাওফীক দিন। আমীন।

ক্বাদরিয়া ত্বরীক্বার সবক্ব বা দরূদ শরীফ
ইশার নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

প্রথমে ছওয়াব রেসানী করে নামাযে বসার মত বসে চোখ বন্ধ করে ক্বলবের (বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে ক্বল্বের মাক্বাম) দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার ক্বল্বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বল্ব মুবারকের ওসীলায় নবী করীম ﷺ উনার ক্বল্ব মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জুহ্ ও যিয়ারত মোবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক।

তার পরে নিম্নের দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়বে। কোন দিন যেন কম না হয়। কোন কারণে এশার নামাজে বাদ পড়লে সারা রাতের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ- "আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা হাবীবিনা মুহাম্মাদিম মা' দানিল জূ-দি ওয়াল্ কারামি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম।"

অর্থঃ আয় আল্লাহ্ পাক আপনি ছলাত ও সালাম (খাছ রহমত ও শান্তি) নাযিল করুন। আমাদের রসূল পাক ﷺ উনার উপর, যিনি সমস্ত দান ও বখ্শীশের খনি এবং উনার আল-আওলাদ, আযওয়াজ ও আছহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) গণের উপরও।"

ফজর নামায বা'দ দরূদ শরীফঃ

প্রথমে ছওয়াব রেসানী করে নামাযে বসার মত বসে চোখ বন্ধ করে ক্বল্বের (বাম স্তনের দু'আংগুল নীচে ক্বল্বের মাক্বাম) দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বলব মুবারকের ওসীলায় শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি উনার ক্বল্ব মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ্, যিয়ারত ও মুহব্বত মোবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক। তার পরে নিম্মের দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়বে। কোন দিন যেন কম না হয়। কোন কারণে ফজর নামাজে বাদ পড়লে সারা দিনের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اَرْشَدِ اَوْلَادِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ ـ

উচ্চারণ : "আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা হাবীবিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আ'লা আরশাদি আওলাদিহিশ্ শায়িখি আব্দিল ক্বা-দির জিলানী ইমামিত্ ত্বরীক্বাতি ওয়াল আওলিয়া-য়িল কা-মিলীন।"

অর্থ ঃ "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি ছলাত (খাছ রহমত) নাযিল করুন আমাদের রসূল হুযূর পাক ﷺ উনার উপর, যিনি সমস্ত রসূল (আলাইহিস সালাম) গণের রসূল ও উনার সমধীক সুপথ প্রাপ্ত বংশধর শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-উনার উপরে যিনি ত্বরীক্বত ও কামিল ওলীগণের ঈমাম।" উল্লেখ্য যে,

বাতীল ফেরকার লোকেরা প্রশ্ন তুলতে পারে যে, অলীর উপরে দরুদ পড়তে হবে কেন? দরুদ অর্থ দোয়া। যেমন দরুদে ইবরাহীমিতে ও নবীজি পাক ﷺ উনার আওলাদ তথা অলীদের উপরে দরুদ পড়া হয়ে থাকে। নামাজের ভিতরে ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মদ ও ওয়া আ'লা আ-লি ইবরাহীম। এখানে আ-লি শব্দই আওলাদ এবং অলীর উপর দরুদ শরীফ।

চীশ্‌তিয়া ত্বরীক্বার প্রাথমিক ওযীফা শরীফ

চীশ্‌তিয়া ত্বরীক্বার সবক্ব বা দরূদ শরীফ ঃ

"চীশ্‌তিয়া" ত্বরীক্বার মুরীদ বা সালিকগণ ইশার নামাযের পর পূর্বোক্ত তথা ক্বদরীয়া ত্বরীক্বায় লিখিত এই কিতাবের ৪৭ পৃষ্ঠার নিয়মে ছওয়াব রেসানী ও মুনাজাত করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে চোখ বন্ধ করে এবং ক্বল্‌বের দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে।

ইশার নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্‌ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় নবী করীম ﷺ উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জহ্ ও যিয়ারত মুবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক। আমীন।

অতঃপর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ প্রত্যেহ ইশার নামাযের পর ১০০ হতে ৫০০ বার পর্যন্ত এক নিয়মে পড়বে। কোন দিন যেন কম না হয় অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে। কোন কারণে এশার নামাযের পরে বাদ পড়লে সারা রাতের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ- "আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিইয়্যিল উম্মিইয়্যি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম।"

অর্থঃ "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি ছলাত (খাছ রহ্মত) ও সালাম (খাছ শান্তি) নাযিল করুন আমাদের রসূল হুযুর পাক ﷺ উনার উপর যিনি হচ্ছেন সকল নবী রসুল (আলাইহিস সালাম) উনাদের শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর আওলাদ, আযওয়াজ ও আছহাবগণের ﷺ উপরও।"

ফজর নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

মুরীদ বা সালিকগণ ফজর নামাযের পর পুর্বোক্ত নিয়মে ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে চোখ বন্ধ করে এবং ক্বল্বের দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে।

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় খাজা মুঈনুদ্দীন চীশ্তী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি-উনার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জুহ্ ও যিয়ারত মুবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক। আমীন।

অতঃপর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ প্রত্যেহ ফজর নামাযের পর ১০০ হতে ৫০০ বার পর্যন্ত এক নিয়মে পড়বে। কোন দিন যেন কম না হয় অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে। কোন কারণে ফজরে বাদ পড়লে সারা দিনের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهِ الشَّيْخِ مُعِيْنِ الدِّيْنِ
سِشْتِىْ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ ـ

উচ্চারণ-" আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আ'লা মুহ্ই সুন্নাতিহিশ্ শায়িখি মুঈনিদ্দীন চিশ্তী ইমা-মিত্ ত্বরীক্বতি ওয়াল আউলিয়া-ইল কা-মিলীন।"

অর্থঃ "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি খাছ রহমত নাযিল করুন আমাদের রসূল হুযূর পাক ﷺ উনার উপর, যিনি সমস্ত রসূল ﷺ গণের সাইয়্যিদ এবং তাঁর সুন্নত জিন্দাকারী খাজা মুইনুদ্দীন চিশ্তী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি-উনার উপর যিনি ত্বরীক্বত ও কামিল ওলীগণের ইমাম।

নকশ্‌বন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার প্রাথমিক ওযীফা শরীফ

নকশ্‌বন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার সবক্ব বা দরূদ শরীফ ঃ

নকশ্‌বন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার মুরীদ বা সালিকগণ ইশার নামাযের পর পুর্বোক্ত তথা ক্বদরীয়া ত্বরীক্বায় লিখিত এই কিতাবের ৪৭ পৃষ্ঠার নিয়মে ছওয়াব রেসানী ও মোনাজাত করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে চোখ বন্ধ করে এবং ক্বল্‌বের দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে।

ইশার নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্‌ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় নবী করীম ﷺ উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জুহ্ ও যিয়ারত মুবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক। আমীন।

অতঃপর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ প্রত্যেহ ইশার নামাযের পর ১০০ হতে ৫০০ বার পর্যন্ত এক নিয়মে পড়বে। কোন দিন যেন কম না হয় অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে। কোন কারণে এশা নামাযে বাদ পড়লে সারা রাতের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ-"আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়াসীলাতী ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম।"

অর্থঃ "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি খাছ রহ্‌মত নাযিল করুন আমাদের রসূল মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, যিনি আপনার প্রতি আমার উছীলা এবং তাঁর আওলাদ, আযওয়াজ ও আছহাব ﷺ গণের উপরও খাছ শান্তি নাযিল করুন।"

ফজর নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

মুরীদ বা সালিকগণ ফজর নামাযের পর পূর্বোক্ত তথা ক্বদরীয়া ত্বরীক্বায় লিখিত এই কিতাবের ৪৭ পৃষ্ঠার নিয়মে ছওয়াব রেসানী ও মুনাজাত করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে চোখ বন্ধ করে এবং ক্বল্‌বের দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে।

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় মুজাদ্দিদি আলফি ছানি রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি-উনার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জুহ্ ও যিয়ারত মুবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক। আমীন।

অতঃপর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ প্রত্যেহ ফজর নামাযের পর ১০০ বার একই নিয়মে পড়বে। কোন দিন যেন কম না হয় অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে। কোন কারণে ফজরে বাদ পড়লে সারা দিনের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهٖ مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِىْ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ–

উচ্চারণ-"আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আ'লা মুহ্ই সুন্নাতিহী মুজাদ্দিদি আল্ফি ছা-নী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।"

অর্থঃ "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি খাছ রহমত নাযিল করুন আমাদের রসূল মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, যিনি সমস্ত রসূল ﷺ গণের সাইয়্যিদ এবং তাঁর সুন্নত জিন্দাকারী মুজাদ্দিদি আল্ফি ছানী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি-উনার উপরও।"

তারপর নিম্নলিখিত দু'আ ১০০ হতে ৫০০ বার পড়বে অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে।

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ –

উচ্চারণ- লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়্যিল আযিম।

অর্থঃ "আল্লাহ পাক-উনার সাহায্য ব্যতীত তাঁর আদেশ-নিষেধে মান্য করার কারো কোন শক্তি নেই।" অতঃপর উপরোক্ত দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

সিদ্দিক্বীয়া কুরআন-হাদীস সুন্নী সংস্থা

কেন্দ্রীয় প্রধান কার্যালয় সিদ্দিক্বীয়া দরবার শরীফ মসজিদে কু'বা

ছয়তলা বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে, ২২তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে গোরস্থান, কলেজ রোড বগুড়া শহর বগুড়া এবং মুহাম্মাদীয়া সিদ্দিকীয়া সুন্নীয়া মাদরাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মস্‌জিদ তারাকুল আদর্শপাড়া।

নগণ্য খাদেম হিসেবে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ঃ

হক্ব ফুরফুরা সিলসিলাভূক্ত সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও টাঙ্গাইল আহমাদাবাদ হক্ব ও সুন্নতি দরবার শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফত প্রাপ্ত- জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী পীর সাহেব **ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল**

আলহাজ্ব ড. মুফতি মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী।

Website-
www.sunni waz bogra
Or,
d.asraf siddique sunni waz bogra.

Live radio :
http://siddikiyaradio.radiostream321.com
Or,
Radio- d.asraf siddique online radio.

বাতিল ফিরকার ফিতনাবাজদের দাঁতভাঙ্গা জবাব ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র অসংখ্য অকাট্য দলীলসহ লেখকের চ্যালেঞ্জ ভিত্তিক অন্যান্য প্রকাশিতব্য কিতাবসমূহ

হক্ব অলী আউলিয়া তথা হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ

পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্

১ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দিকী অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নতী সহীহ্ নামায শিক্ষা ও মহিলা-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল। (খুত্‌বাহসহ)

২য় খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ হাত তুলে মুনাজাত (অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা)

৩য় খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে দিনরাত তথা ২৪ ঘণ্টার সুন্নতী জীবন। এক একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা।

৪র্থ খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মিলাদ কিয়াম শরীফের বিধান এবং সাদা গুটলিওয়ালা কোনাবন্ধ জামা, মাযার শরীফ জিয়ারত, খুৎবাতে লাঠি ব্যবহার ও পাগড়ী পড়া সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৫ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে পবিত্র শব-ই-বরাতের আমল, আঙ্গুলী দ্বারা চোখে চুম্বন এবং তারাবীহ্ নামাজ বিশ রাকাত সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৬ষ্ট খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে নূরে মুজাস্‌সাম, হাজীর-নাযীর ও ইলমে গইবের বিরোধীতাকারী প্রকারান্তরে আখেরী রসুল হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে ও কুরআন সুন্নাহ্‌কে অস্বীকারকারী বাতিল ফিরক্বাহ।

৭ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মাযহাব মানা, হক্ব অলীর কাছে বায়আত হওয়া ও পর্দা করা কুরআন সুন্নাহের আদেশ হিসেবে ফরজ।

৮ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ইসলামের নামে রাজার নীতি রাজনীতি, ছবি, ভিডিও এবং টিভি- পবিত্র কুরআন সুন্নাহের নিষেধ হিসেবে হারাম ও কবীরা গুনাহ্। তবে বাইয়াত ও দাওয়াত ভিত্তিক খোলাফায়ে রাশেদার আলোকে কুরআন সুন্নাহের খেলাফত কায়েমের প্রচেষ্টা করা প্রতিটি মু'মিনের জন্য ফরজ।

৯ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ছয় উসুলী মসজিদে মসজিদে তিনচিল্লা, জীবন চিল্লার ইলিয়াসী তাবলীগ করা ও মহিলাদের জামায়াতে নামাজ পড়া কুরআন সুন্নাহর নিষেধ হিসেবে প্রকাশ্য বেদআত ও বাতিল ফিরকাহ্'র আমল।

১০ম খন্ড- প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে আম্বিয়া আলাইহিমুস সাল্লাম মা'ছুম তথা নিষ্পাপ এবং উনাদের আশ্বার্যজনক জীবনকাহিনী ও মু'জেযা।

১১ তম খন্ড-প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে হক্ব পীরের কাছে বাইয়াত হওয়া ফরজ এবং সাহাবায়েকেরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ও হক্ব আউলিয়ায়েকেরাম (রহঃ) গণ উনাদের আশ্চার্যজনক জীবনকাহিনী ও কারামত।

১২তম খন্ড- প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে বারো চাঁদের ফজিলতপূর্ণ দিন-রাত এবং সুন্নতী খুৎবাহ (অর্থসহ)

১৩তম খন্ড- প্রসঙ্গ ঃ অল্প সময়ে সুন্নাতের আলোকে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ফজিলত ও নিয়ম (কায়েদা) এবং অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক কিতাবসমূহ।

১৫ তম খন্ড তাফসীরে আশরাফ সিদ্দীকি ৩০ খন্ড

হক্ক ইসলামের প্রচারের স্বার্থে

pdf টি বেশি বেশি শেয়ার করুন।

Pdf তৈরিতে-

মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম

এডমিন | হক্বের দাওয়াত